ওঁ তৎসৎ ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ।

প্রথম খণ্ড ।

তাৎপর্য্য সহিত ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে
মুদ্রিত ।

পৌষ, ১৭৮৩ শক ।

ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।

ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব ও মঙ্গল অভিপ্রায় অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত আছে, বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত ও পরিস্ফুটিত করিলেই জ্ঞান-নেত্রের প্রত্যক্ষ হয়। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-ভাব এই ভাবে ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপ প্রতীতি করিয়া উপদেশ দেন, তাঁ-

এঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। যে দেশীয় যে কোন ব্রহ্মবাদী এ বিষয়ে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই আদরণীয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম বিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে " ব্রহ্মবাদিরা বলেন "।

২

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।

যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন চ তানি জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি। অন্তে চ যৎ ব্রহ্ম প্রয়ন্তি প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তমেব প্রতিপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব। তৎ ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করে,

তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমুদয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক ক্ষণ মাত্র থাকিবেক না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদিগের প্রভু। সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্যকাম ও সত্য সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তি সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহাদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে,

এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমাদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংস করিতে পারি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে।

৩

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী স-

র্ব্বগত পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন আপনারদিগের আত্মাতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দ রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি।

৪

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

সেই জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেক, তবে বাক্যও তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে

মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। তাঁহাকে কেবল মনের মন, বাক্যের বাক্য রূপে, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় রূপে, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্বসংহারক

ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৫

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।

রসঃ আনন্দকরস্তৃপ্তিহেতুঃ বৈ সঃ পরমাত্মা। রসং হি এব অয়ং জীবঃ লব্ধা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি।

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

যে মঙ্গলময়ের সহবাস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস স্বরূপ বলিতে থাকে।

৬

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি।

কঃ হি এব লোকঃ অন্যাৎ চেষ্টাং কুর্য্যাৎ কঃ বা প্রাণ্যাৎ প্রাণনং কুর্য্যাৎ যৎ যদি এষঃ আকাশে আনন্দঃ আনন্দস্বরূপঃ পরমাত্মা ন স্যাৎ। এষঃ পরমাত্মা হি এব আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপং।

কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমা-

ত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

এই পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীব সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণি জঙ্গম, কোথায় বা তাহারদিগের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা সুখ সৌভাগ্য থাকিত; যদি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর এই জগৎ সংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়ম প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতা মাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ

ন, তিনি অচিরাৎ তাঁহারদিগের হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারদের নয়ন যুগল হইতে শোক-সন্তপ্ত অশ্রু সকল মার্জ্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃতবারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয় পদ্মকে বিকশিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন।

৭

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ঙ্গতো ভবতি।

যদা যস্মিন্ কালে হি এব এষঃ সাধকঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অবিষয়ভূতে অনাত্ম্যে অশরীরে অনিরুক্তে অবিশেষে বিশেষোহি নিরুচ্যতে অবিশেষশ্চ ব্রহ্ম তস্মাদনিরুক্তং অনিলয়নে অনাধারে ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং অভয়ং যথা স্যাৎ তথা বিন্দতে। অথ তদা সঃ অভয়ং গতঃ ভবতি অভয়ং প্রাপ্নোতি।

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান না করিলে আমরা এপ্রকার সুখে লালিত পালিত হইতাম না। তিনি বাহ্য বিষয় সকল শোভাযুক্ত না করিলে এবং শোভার সহিত সুখের সম্বন্ধ না করিয়া দিলে, আমরা শোভা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম না। জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তিনি সুখ সংযুক্ত না করিলে আমরা পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভে অধিকারী হইতাম না। অতএব যে অবস্থায় যাহা হইতে যত সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই; তিনিই আমারদিগকে আনন্দ বিতরণ করেন।

আহা! তাঁহার কি করুণা! তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানা প্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদিগের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল ব্রহ্মপরায়ণ ধীরেরা বিষয় সুখে তৃপ্ত না হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃ ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরকে একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্মা-সমর্পণ করি. এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহতচিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি।

৮

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন।

যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অ-

ন্তিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও, অন্ধকারময় আগারস্থিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গলজ্যোতি বিশ্বসংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

৯

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোস্য পরমো লোকএষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

অস্য জীবস্য এষা পরমা গতিঃ আনন্দরূপঃ পরমাত্মৈব পরমা গতিঃ। সর্ব্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং মধ্যে এষা অস্য পরমা সম্পৎ। যেহন্যে কর্ম্মফলাশ্রয়ালোকাস্তেহস্যাপরমাঃ এবঃ পরমাত্মা তু অস্য পরমঃ লোকঃ। যান্যন্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতানি আনন্দজাতানি তান্যপেক্ষ্য এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ। এতস্য এব আনন্দস্য ভূমানন্দস্য মাত্রাং কলাং অংশং অন্যানি ভূতানি উপজীবন্তি অনুভবন্তি।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার

পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব সকল উপভোগ করে।

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরমগতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরম সম্পদ্; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদ্ই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয় স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর লাভ আমারদিগের পরম আনন্দের বিষয়; এই ব্রহ্ম লাভ জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদায় আনন্দ এক কণা মাত্র; তথাপি সেই কণামাত্র আনন্দকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্য জীব সকল জীবিত রহিয়াছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ।

ইদং বাঅগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ । সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং । সবাএষমহানজআত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ ।

ইদং জগৎ বৈ অগ্রে পুরা ন এব কিঞ্চিৎ আসীৎ । সৎ অস্তিতামাত্রং বস্তু নির্ব্বিশেষং নিরবয়বং এব হে সৌম্য প্রিয়দর্শন ইদমগ্রে অস্যাগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ আসীৎ, একং এব । তস্য একস্য সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং অন্যাদিবস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে অদ্বিতীয়ং ইতি । সঃ তৎ সৎ সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহানাত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎপদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না, এনিমিত্ত তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি সৎস্বরূপ, এ-

ব্রহ্মমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমাদিগের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম বিহীন, মহান্ আত্মা, অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সেরূপ নহে, তিনি স্বয়ম্ভু স্বতন্ত্র এবং নিত্য।

১১

সতপোঽতপ্যত। সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

সঃ অজআত্মা তপঃ অতপ্যত জগৎসৃষ্টিবিষয়মালোচনামকরোৎ। সঃ আত্মা তপঃ তপ্ত্বা এবমালোচ্য ইদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নামা রূপেণ চ অসৃজত সৃষ্টবান্। যৎ ইদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চিদিদমবশিষ্টং।

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করি-

লেন, আলোচনা করিয়া তিনি এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎ সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎপাষাণ লৌহাদি দ্বারা দ্রব্য বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমাদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি ক্রিয়ার দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্বযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৮

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যো-

...আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।

এতস্মাৎ পুরুষাৎ জায়তে উৎপদ্যতে প্রাণঃ এবং মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি চ ইন্দ্রিয়াণি। তথা খং আকাশঃ বায়ুঃ জ্যোতিঃ অগ্নিঃ আপঃ উদকং পৃথিবী বিশ্বস্য ভূতস্য সর্ব্বস্য ধারিণী।

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক প্রভৃতি যে সকল শারীরিক ব্যাপার দ্বারা শরীর জীবিত থাকে, তাহাকে জীবন বলে এবং তাহাকেই প্রাণ বলে। মনুষ্য, ইতর জন্তু ও উদ্ভিজ্জ, এই তিনেরই প্রাণ আছে। আমারদিগের শরীরের অন্তর্ভূত যে এক চেতন পদার্থ আছে, দর্শন, শ্রবণ, অনুমান, উপমান, হিংসা, প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি যে পদার্থের ধর্ম্ম, তাহাকে মন বলা যায়। এই মন এবং প্রাণ ও চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল মৃত্তিকা, এই সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

১৩

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে...

[illegible]তি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ভয়াৎ ভীত্যা অস্য পরমেশ্বরস্য অগ্নিঃ তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ।

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু বিহিত হইতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হইতেছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং॥

নিত্যোমাশ্রিতোনাভাবেন কৃতঃ কৃতেনাচরেণ ক্রমেণার্থী সন্ সঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ অতএব শিবনকৃতং ব্রহ্ম যৎ তদ্বিজ্ঞানার্থং তস্য বিশেষেণাধিগমার্থং গুরুং আচার্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠং শমদমাদিসম্পন্নং এব অভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে সঃ বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ উপসন্নায় উপগতায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় উপরতকামক্রোধাদিদোষায় শমান্বিতায় শমেন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতেন চ যুক্তায় যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়া অক্ষরং অক্ষয়ত্বাৎ পুরুষং পূর্ণত্বাৎ সত্যং পরমার্থস্বাভাব্যাৎ বেদ জানাতি তাং ব্রহ্মবিদ্যাং [illegible] যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াৎ॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে যথার্থ শান্ত সমাহিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী সত্য স্বরূপ পুরুষকে জানা যায় তাহার উপদেশ করিবেন।

সকলের কর্ত্তব্য, তুচ্ছ বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তাঁহাকেই যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন।

১৫

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

অপরা অপকৃষ্টা বিদ্যা ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষং ইতি ষড়ঙ্গানি চ। অথ পরা শ্রেষ্ঠা বিদ্যা যয়া তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম অধিগম্যতে জ্ঞায়তে।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদায় অপকৃষ্ট বিদ্যা। যদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞান লাভই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞানরত্ন লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আর সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও ফলিত জ্যোতিষ; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষণীয়।

১৬

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

অদ্রেশ্যং [illegible] ইতি, [illegible] অগ্রাহ্যং [illegible] সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাম অগম্যং [illegible] গম্যং, অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ং,

অগোত্রং অনন্বয়ং, অবর্ণং [illegible] বর্ণ্যতে-স্য তৎ। চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্ব-জন্তূনাং তে অবিদ্যমানে যস্য তৎ অচক্ষুঃশ্রোত্রং তথা অপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতং নিত্যং অবিনাশি বিভুং ব্যাপিনং সর্ব্বগতং আকাশবৎ সুসূক্ষ্মং রূপাদিরহিতত্বাৎ তৎ ন ব্যেতীতি অব্যয়ং ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব নাপি [illegible] কোষাব-যঃ সম্ভবতি মনসহীনং যৎ এবং লক্ষণং ভূতযোনিং ভূতা-নাং কারণং পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তঃ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপ রহিত, চক্ষুঃশ্রোত্র বিহীন, সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম সত্তা, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষুর্দ্বারাও দৃশ্য হয়েন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হয়েন না। তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই সর্ব্বভূতের কারণকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন।

১৭

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণহ্রস্ব-মদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মত-

মোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধ-মচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতে-জস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রং ॥

এতদ্বৈ তৎ, ন ক্ষরতীতি অক্ষরং হে গার্গি গার্গী নাম কাচিৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ তস্যাঃ সম্বোধনং হে, ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি অস্থূলং তৎ স্থূলাদন্যৎ তর্হি অণু, ন তৎ অনণু অস্তু তর্হি হ্রস্বং ন অহ্রস্বং এবং তর্হি দীর্ঘং নাপি দীর্ঘং অদীর্ঘং এতৈশ্চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পরিমাণং প্রতিষিদ্ধং। অস্তু তর্হি লোহিতগুণবিশিষ্টঃ ততোঽপ্যন্যৎ অলোহিতং ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনং ন অস্নেহং অস্তু তর্হি ছায়া সর্ব্বথাপ্যনির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপ্যন্যৎ অচ্ছায়ং অস্তু তর্হি তমঃ অতমঃ ভবতু বায়ুস্তর্হি অবায়ুঃ ভবেত্তর্হি আকাশং অনাকাশং ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং অসঙ্গং রসোঽস্তু তর্হি অরসং তথা অগন্ধং অস্তু তর্হি চক্ষুষ্কং অচক্ষুষ্কং ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে পশ্যত্যচক্ষুরিতি তথা অশ্রোত্রং শৃণোত্যকর্ণ ইতি। অস্তু তর্হি সহ বাগাদিভিঃ তথা অমনঃ তথা অতেজস্কং অবিদ্যমানং তেজোঽস্য নাস্ত্যতঃ তেজোরহিতং তদক্ষরং। প্রাণবায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে অপ্রাণং ন মুখং মুখমিতি অমুখং মীয়তে যেন তন্মাত্রং ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে অমাত্রং।

হে গার্গি* ! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল ~~নহেন, তিনি অণু~~ নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অবাক্; তিনি মন বিহীন, তেজ

* গার্গী নাম্নী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু একটী স্ত্রী; ইঁহাকে আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্টা হইয়াছেন।

বিহীন, প্রাণ বিহীন, মুখ বিহীন । কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না ।

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অচ্ছায়, বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এসকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেইরূপ আমারদিগের ন্যায় জড়-শরীর-বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি, পরমেশ্বর তেমন শরীর মন মিলিত কোন জীব নহেন এবং সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না, তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মন বিহীন, তিনি দেহ-

শূন্য মনও নহেন; তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক-সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে, তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি পরম বস্তু, তিনি নিত্য সত্য বস্তু. তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না; জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান স্বতঃ মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি শক্তির আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল স্বরূপ,

তাঁহার সেই মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, ক্ষমা, প্রীতি তাঁহা হইতেই বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমাদিগের মানসিক বৃত্তি ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন; আমারদিগের প্রেম সেই অনন্ত প্রেমের কণা মাত্র।

১৮

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥

যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমস্ফুটিতং নিয়তং বর্ত্তত এবং এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে হে গার্গি সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ অহোরাত্রয়োর্লোকপ্রদীপৌ লোকপ্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ বর্ত্তেতে ॥

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যস্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ

বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু-চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

১৭

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥

এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে হে গার্গি দ্যৌঃ চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতদক্ষরং সর্ব্বব্যবস্থাসেতুঃ সর্ব্বমর্য্যাদাবিধরণং অতোহক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবাপৃথিব্যাবতিক্রমিতুং শক্নুতঃ।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্য অন্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আ-

পাততঃ বোধ হয়, এই সমুদয় লোক নভোমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ও পরস্পর অসম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এই সমুদায় জগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ এক আশ্চর্য্য মনোহর সুন্দর কৌশল। ব্রহ্মাণ্ডের যে খণ্ডে আমরা বাস করিতেছি, সূর্য্য তাহার মধ্যবর্ত্তী; কতকগুলীন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাহাকে চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পৃথিবী এক গ্রহ; তদ্ভিন্ন বুধ, শুক্র, মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রহ আছে। গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতকগুলিন উপগ্রহ আছে, তাহারা গ্রহদিগকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করে। এই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, কারণ ইহা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে। এই গ্রহ ও উপগ্রহ ব্যতীত শতাধিক ধূমকেতু অতি প্রচণ্ড বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্য স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্, আর গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যে সমুদায় লোক সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, তাহারা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট নহে, সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এমন মনোহর যে চন্দ্র

সে সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত না হইলে তাহার কিছুমাত্র শোভা থাকিত না। এই সূর্য্য এবং ইহার অধীন গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু লইয়া এক সৌর জগৎ বলা যায়। এক একটি নক্ষত্র এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য। আমারদিগের সূর্য্যের যে রূপ গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু আছে, অন্যান্য সূর্য্যেরও সেই রূপ গ্রহ উপগ্রহাদি থাকিতে পারে।

এমন যে অদ্ভুত দ্যুলোক ও এই ভূলোক, তাহা সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিরন্তর স্থিতি করিতেছে। তাহার এক কণা মাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

২০

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥

এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে হে গার্গি নিমেষাঃ মুহূর্ত্তাঃ অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ [illegible] বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি [illegible] প্রশাসনে হে গার্গি।

নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে; তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্পমাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

২১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ।

তথা এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে হে গার্গি প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগ্গমনাঃ অন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি শ্বেতেভ্যঃ হিমবদাদিভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ গিরিভ্যঃ প্রতীচ্যঃ প্রতীচিদিগ্গমনাঃ অন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে বহুভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ। তাস্তানন্যোযথা প্রবর্ত্তিতা এবং নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে।

এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য

জীব জন্তুদিগের অতি উপকারকারিণী কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

২২

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

যঃ বৈ এতদক্ষরং হে গার্গি অবিদিত্বা অবিজ্ঞায় অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে যদ্যপি বহূনি বর্ষসহস্রাণি তথাপি অন্তবৎ এব অস্য তৎ কর্ম্ম ভবতি।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

আমরা পরমেশ্বরকে জানিয়া তাঁহার সহিত এখানে যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, তাহা অনন্তকালেও ক্ষয় হয় না; কিন্তু তাঁহাকে না জানিয়া এখানে যে কিছু ধর্ম্মের অ-

অনুষ্ঠান করি, তাহার ফলের শেষ হয়। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ মনুষ্যের মনঃকল্পিত মাত্র; অতএব তাহাতে রত না হইয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান মাত্র পূর্ব্বক এবং তাঁহাতে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

২৬

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং হে গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ কৃপণঃ পণক্রীতইব দাসঃ। অথ যঃ এতৎ অক্ষরং হে গার্গি বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি কৃপাপাত্র দাসতুল্য। আর যিনি

এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম জ্ঞান পাইতে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষায় হতভাগ্য আর কে আছে। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদ গ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভারবাহক পশুজন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রস্থান করিতে পারেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

২৪

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞা-

তং বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।

তদ্বা এতৎ অক্ষরং হে গার্গি অদৃষ্টং ন কেনচিৎ দৃষ্টং অবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু দ্রষ্টৃ, তথা অশ্রুতং শ্রোত্রাবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু শ্রোতৃ তথা অমতং মনসোঽবিষয়ত্বাৎ স্বয়ং মন্তৃ, তথা অবিজ্ঞাতং বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ স্বয়ন্তু বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে হে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ সর্ব্বতোব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। ১১

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা তিনি জানিতেছেন, এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। এই পরমেশ্বরেতে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা

পূর্ণ রহিয়াছে, এমত স্থান নাই যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।

২৫

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ভীষা ভয়েন অস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ বাতঃ পবতে, ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাৎ অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ। নিয়মেনাস্য ব্রহ্মণোঽনুশাসনাৎ সর্ব্বে স্ব স্ব কর্ম্মসু নিযুক্তাঃ প্রবর্ত্তন্তে॥

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে; ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সেই মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি মেঘ মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিরন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

তাঁহার নিয়মাধীন বায়ু প্রবাহিত থাকাতে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, শরীরে উত্তাপ সাধন হইতেছে, বাক্য উৎপন্ন হইতেছে এবং সর্ব্বত্র অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বায়ু এই ভূমণ্ডলের প্রাণ স্বরূপ।

যেরূপ কদম্ব-পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি করে, সেই রূপ এই ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে বায়ু রাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেরূপ মৎস্যাদি জলজন্তু সাগর মধ্যে থাকিয়া ইতস্তত গমনাগমন করে, সেই রূপ মনুষ্য পশু পক্ষী সকল এই বায়ু সাগর মধ্যে স্থিতি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

তাঁহারই নিয়মানুসারে সূর্য্য উদয় হইয়া প্রতিদিন যাবতীয় পদার্থকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ও বিচেতন প্রায় সুষুপ্ত জীব সকলকে সচেতন করিয়া আনন্দ জ্যোতি বিস্তার করিতে থাকে। কেবল শোভা প্রকাশ ও তজ্জনিত সুখ বিতরণ মাত্র সূর্য্যোদয়ের কার্য্য নহে; তাহার প্রত্যেক কিরণ অমৃত স্বরূপ হইয়া প্রত্যেক উদ্ভিদ্ ও প্রত্যেক প্রাণির জীবন সঞ্চার ও পুষ্টি সাধন করে। সূর্য্য কেবল আমাদের চক্ষুস্বরূপ নহে, সাক্ষাৎ প্রাণ স্বরূপ।

অগ্নি অর্থাৎ তেজ সর্ব্বত্র আবশ্যক; এ কারণ জগদীশ্বর তাহা সকল বস্তুতেই স্থাপন করিয়াছেন। ঘর্ষণ, মর্দ্দন, দাহন প্রভৃতি নানা প্রকার উপায় দ্বারা তাহা প্র-

কার্য্য করা যায় এবং প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা রন্ধনাদি সমূহ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়। ভূমণ্ডলে সময় বিশেষে তেজের ইতর বিশেষ হওয়াতেই শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায় যথাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরম রমণীয় ও হিতকারী ফল পুষ্প ওষধি সকল উৎপাদন পূর্ব্বক জীবদিগকে অশেষ আনন্দ বিতরণ করে।

জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া আকাশে উত্থিত হয় এবং তথায় ঘন হইয়া মেঘরূপে স্থিতি করে। তাহার কিয়দংশ জল-রূপে পরিণত হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হয় এবং অবশিষ্ট তাবৎ উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে তুষার রূপে বর্ষিত হয়। কি আশ্চর্য্য কৌশল! এই উচ্চ পর্ব্বতস্থিত তুষার এবং বর্ষণের জল উভয়েই একত্র হইয়া নদ নদীতে গমন পূর্ব্বক অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয় এবং পুনর্ব্বার বাষ্প রূপে উত্থিত হইয়া জলরূপে বা তুষার রূপে যথাস্থানে বর্ষিত হয়। এই রূপ নিত্য নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া পরমেশ্বরের জল-যন্ত্র দিবা রাত্রি পরিচালিত হইতেছে এবং প্রতি দেশে যথা কালে যথা প্রয়োজন

ন বারি বিতরণ করিয়া অবনীর অশেষ উপকার সাধন করিতেছে।

যেমন বায়ু সূর্য্য অগ্নি মেঘ তাঁহার নিয়মের অধীন থাকিয়া জগতের অশেষ উপকার করিতেছে, তদ্রূপ মৃত্যুও তাঁহার নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া সকলের কল্যাণ বিধান করিতেছে। এই মৃত্যু রোগগ্রস্ত কিম্বা জরাগ্রস্ত জীর্ণেন্দ্রিয় অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে পৃথিবীর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মানুরূপ লোকান্তর এবং অবস্থান্তর প্রাপ্ত করাইতেছে। যে স্থলে এমত কোন রোগের ঘটনা হয়, যাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই, কিম্বা যে সময়ে এমত প্রাচীন অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন সকল ইন্দ্রিয় বিকল এবং শরীর শীর্ণ হয়; তখন সেই সকল ক্লেশ হইতে যিনি উদ্ধার করেন, তিনি অবশ্য পরম বন্ধু এবং সেই পরম বন্ধু এই মৃত্যু। আমারদিগের নিবাস ভূমি পৃথিবী কিছু অসীম নহে; তাহাতে নিরূপিত সংখ্যাতিরিক্ত অধিক প্রাণির স্থান এবং অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। এই পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে; অতএব এই লোকে

যদি মৃত্যু বিধান না হইত, তবে প্রাণি তাহারদিগের স্থানও হইত না এবং অন্নও হইত না। এই পৃথিবীতে মৃত্যু অহর্নিশি বিচরণ করিয়া লোকদিগের স্থান ও অন্ন বিধান করিতেছে।

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

* যদিদং কিঞ্চ যৎকিঞ্চেদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজতি কম্পতে নিয়মেন চেষ্টতে ততএব নিঃসৃতং নির্গতং। এবং জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ মহদ্ভয়ং ভয়হেতু বিভেত্যস্মাদিতি বজ্রমুদ্যতং উদ্যতমিব বজ্রং যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যানিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তং জগৎ নিয়মেনাবিশ্রান্তং বর্ত্তত ইত্যুক্তং ভবতি। যে এতৎ স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতং একং ব্রহ্ম বিদুঃ বুদ্ধাদয়ঃ অমৃতা অমরণধর্ম্মাণঃ তে ভবন্তি।

এই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা

হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। মনুষ্য তাঁহার সংস্থাপিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, নিত্যকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।

[illegible]

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু হয়েন।

পরমেশ্বর চক্ষু শ্রোত্র বাগিন্দ্রিয় ও মন সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ অর্থাৎ জীবনী শক্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে এই সমুদায় শক্তি না দিলে ইহারা কিছুই করিতে পারিত না; [illegible] শরীরকে জীবিত রাখিতে [illegible]।

তিনি এই সমুদয় শক্তির মূল কারণ ও আশ্রয়, এনিমিত্ত তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং পরিমিত মন নহেন; তিনি অপরিমিত জ্ঞান স্বরূপ; সকলের কারণ, ও আশ্রয়; তাঁহা হইতে চক্ষুঃ শ্রোত্র মন প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই শাসনে স্বস্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি ব্রহ্ম অতঃ ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষুর্গচ্ছতি যথা ন বাক্ গচ্ছতি অভিধেয়ঃ প্রভৃতি বাগ্গচ্ছতি, শব্দ স্বাত্মকে প্রকাশকত্বেন, বাক্, গচ্ছতি, [illegible]

অগোচরত্বাৎ, ন বিদ্ম তৎ ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি অতো ন বিজানীমঃ যথা যেন প্রকারেণ এতৎ ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ উপদিশেৎ শিষ্যায়। অন্যৎ পৃথগেব তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম বিদিতাৎ জ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ অথো অপি অবিদিতাৎ অজ্ঞাতাৎ অধি ইত্যুপর্য্যর্থে অন্যৎ। ইতি শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং পূর্ব্বেষাং আচার্য্যাণাং বচনং যে আচার্য্যাঃ নঃ অস্মভ্যং তৎ ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন; আমরা তাঁহার স্বরূপ জানি না এবং সুতরাং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যিনি চক্ষুর অগোচর, বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র, যে তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন। আমারদিগের নিকটে যত বস্তু বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন এবং যত সূক্ষ্ম বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদায় সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং সকল হইতে ভিন্ন, ও

স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও এই উপদেশ।

২৬

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যৎ চৈতন্যমাত্রসত্তাকং ব্রহ্ম বাচা অনভ্যুদিতং অপ্রকাশিতং, যেন ব্রহ্মণা বাক্ বিবক্ষিতেঽর্থে অভ্যুদ্যতে প্রকাশ্যতে ইতি যাবৎ। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি বিজানীহি ত্বং। নেদং ব্রহ্ম যদিদং ঈশ্বরাদি লোকাঃ পরিচ্ছিন্নং উপাসতে।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

বাক্য প্রকাশিত হইবার মুখ্য এবং আদি কারণ যিনি, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য

গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেহ মনঃ-কল্পিত দেবতা বিশেষের প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা করে, কত লোকে অসামান্য ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইঁহাদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না।

৩৬

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্ম-নোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যৎ মনসা লোকোহস্মদাদিঃ ব্রহ্ম মননা ন মনুতে সর্ব্বমনোবৃত্তি-মনঃ যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং আহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্ম-বিদঃ। তদেব মনসোবিষয়ং ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং। নইদং ব্রহ্ম যৎ ইদং পরিচ্ছিন্নং উপাসতে।

ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোক যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে; কিন্তু অনন্তজ্ঞান স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করি-

বে? তিনি মনের বিষয় নহেন, সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ জানিতে পারে না কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি স্বরূপ, তাঁহার নিকটে অস্মাকার কুকর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে পারে না।

২১

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।

অহং সুবেদ [illegible] ব্রহ্মণো রূপং।

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই, যে অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানা যায় না। তিনি হয়তো

ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ তুল্য বোধ করিয়া তুষ্ট আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই এবং মনও নাই; তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমত আছেন, যে ব্রহ্মের যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই শুদ্ধ মুক্ত অনন্ত জ্ঞান স্বরূপেতে পরিমিত মনের বৃত্তি সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দররূপে জানা যাইত; সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে সুন্দররূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী

তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে স্বরূপ রূপে জানিতে পারি। এই সমুদয় জগৎ কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান কি আমাদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই মঙ্গল স্বরূপের দুরবগাহ গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে?

৩২

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।

ন অহং মন্যে সুবেদ ব্রহ্ম ইতি নৈব, নাপি বিদিতং ময়া ব্রহ্মেত্যুক্তঞ্চ, নো ন বেদ ইতি বেদিতাস্মি বেদ চ নো। যঃ কশ্চিৎ নঃ অস্মাকং মধ্যে তৎ উক্তং বচনং তত্ত্বতঃ বেদ সঃ তৎ ব্রহ্ম বেদ। কিং পুনস্তদ্বচনং ইত্যাহ নো, ন বেদেতি বেদ চ ইতি।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, এমত মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমত নহে, আমি যে জানি এমত নহে; "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমত নহে, আমি যে জানি এমত নহে" এই বাক্যের অর্থ যিনি আমারদিগের মধ্যে বুঝিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন।

ব্রহ্মের পূর্ণ ভাবকে নিশ্চয় করিয়া সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া কদাপি এমত নহে, যে ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানা যায় না। যদিও তাঁহার প্রকৃত পূর্ণ স্বরূপ কোন প্রকারেই আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না; তথাপি তাঁহার অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় এবং তাঁহার অপার জ্ঞান ও অপার

শক্তি এবং অপার প্রেমের নিদর্শন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ কারণ এই বচনে উক্ত হইয়াছে, যে আমি ব্রহ্মকে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে; অর্থাৎ আমি তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ ভাবকে প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এ বচনের মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

৩

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।

যস্য ব্রহ্মবিদঃ অমতং অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মেতি তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যক্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনঃ মতং জ্ঞাতং বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ন ব্রহ্ম বেদ বিজানাতি সঃ। অবিজ্ঞাতং অমতং অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজানতাং সম্যগ্বিদিতবতামিত্যেতৎ। বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজানতাং অসম্যগ্দর্শিনাং।

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই।

উত্তম অধিকারী ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি।

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদিগের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ স্বরূপ জানা হইল।

৩৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

ইহ এব চেৎ যদি মনুষ্যঃ অবেদীৎ বিদিতবান যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম অথ তদা অস্তি সত্যং পরমার্থতঃ। ইহ জীবন্ চেৎ যদি ন অবেদীৎ ন বিদিতবান্ তদা মহতী দীর্ঘা বিনষ্টিঃ বিনাশনং। তস্মাদেবং গুণদোষৌ বিজানন্তঃ ভূতেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ একং ব্রহ্ম বিচিন্ত্য বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য ধীরাঃ ধীমন্তঃ প্রেত্য উপরম্য অস্মাৎ লোকাৎ অমৃতাঃ ভবন্তি।

ইহ লোকে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থের কারণ হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে এক মাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি

করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় না, তথাপি সকল কারণের কারণ এবং সকল আধারের মূলাধার বলিয়া তাঁহার পূর্ণ ভাবকে নিঃসংশয় রূপে প্রতীতি করিতে পারে। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া তাঁহাকে আপনার অন্তরে আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে; এই প্রকারে ইহলোকে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আর আমারদিগের জন্মের সার্থক্য কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপায় প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য, প্রিয়তম পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? জগৎ কৌশল দেখিয়া কৌশল কর্ত্তাকে উপলব্ধি করিতেছি, জগতের নিয়ম দেখিয়া তাঁহার

অভিপ্রায় অবগত হইতেছি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া সুখী হইতেছি এবং পশুপক্ষি মনুষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া স্বীয় আত্মাকে উন্নত এবং কৃতার্থ করিতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদিগের কি হইল? ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়া কিম্বা কতক গুলিন ধন সংগ্রহ করিয়া, কি বিস্তীর্ণ যশ, বিপুল মান, লাভ করিয়া, মনুষ্যের মন কি তৃপ্ত হইতে পারে? জড় মৃন্ময় পদার্থে বা দোষ গুণ বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিলে কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—সেই মহৎ পরিশুদ্ধ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য লোক হইতে বহু দূরে স্থিতি করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল

আলোচনা করা তাঁহার জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান ও প্রধান উপায়। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল; তাহারা তাঁহারই কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে; আমরা মনোনিবেশ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারি। সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করা যায় এবং নিয়ম জানিলেই নিয়ন্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, কি চিকিৎসা বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার কৌশল ও তাঁহার নিয়ম উপদেশ করিতেছে। স্থাবর জঙ্গম বিবিধ বস্তুর গুণ ও সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া যত প্রকার বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদায় তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে; সেই সমুদায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্থোধ্যায়ঃ।

ওঁ

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ।

ঈশেতি ঈশিতা ঈশা তেন ঈশা, পরমেশ্বরেণ আত্মনা বা আচ্ছাদনীয়ং ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং ভূম্যাঞ্চ জগৎ এতৎ সর্ব্বং । তেন ত্যক্তেন পাপকর্ম্মত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ পালয়াত্মানং মা গৃধঃ অভিলাষং মা কার্ষীঃ কং ধনং কস্যস্বিৎ কস্যাপি ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপ চিন্তা ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে; কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি

আমারদের পিতা পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপচিন্তা ও বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিলে সেই প্রেমাস্পদকে লাভ করিবে এবং পরমানন্দ উপভোগ করিবে। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না; তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগের ইচ্ছাও হয় না; অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধি ও অসৎপুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সেতু লঙ্ঘন করিয়া উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার শান্ত স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অ-

পবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেমরূ-পে আর্দ্র করিবে? অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিবেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন, তিনি অন্যকে অন্যায় রূপে নির্য্যাতন করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি পাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না।

৬৬

অনেজদেকং মনসো জবী-
য়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বম-
র্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তি-
ষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।

অনেজৎ ন এজৎ এজৃ কম্পনে কম্পনং চলনং স্থিরত্ব-প্রচ্যুতিঃ তদ্বিবর্জ্জিতং। তচ্চ একং প্রজ্ঞানঘনং মনসঃ জবীয়ঃ জবনত্তরং মনসা অপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। নৈনদ্দেবাঃ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি এনৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বস্থং ন আপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ পূর্ব্বং অর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং জ্ঞানাৎ মনসোহপি। তৎ ব্রহ্ম ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব তিষ্ঠৎ স্বয়মবিক্রিয়মেব সৎ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ অপঃ কর্ম্মাণি

প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ। সর্ব্বাভি র্বিক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্পদভূতে নিত্যে, ব্রহ্মণি সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল অথচ মন হইতে বেগবান্; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন, তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই এক মাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমানরূপে—পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব তিনি অচল, তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহার পূর্ণ স্বরূপকে ধরিতে পারে না—বিশেষ করিয়া বুঝিতে গিয়া বুঝিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ তিনি নিরাকার পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; এ নিমিত্তে

উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। মন ও ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে গ্রহণ করিবার যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত; অতএব উক্ত হইয়াছে, যে তাঁহার অধিষ্ঠানে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে।

৩৭

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

তৎ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকৃতং এজতি চলতি তৎ এব চ ন এজতি নৈব চলতি অচলমেব সৎ চলতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ তৎ

দূরস্থং তৎ উ অন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব । ন কেবলমন্তিকে তৎ, অন্তঃ অভ্যন্তরে অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ তৎ উ অপি সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ ব্যাপকত্বাৎ আকাশবৎ ।।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন ; তিনি সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে আছেন, তিনি এই সর্ব্ব বস্তুর বাহিরেও আছেন ।

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; অতএব উক্ত হইয়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না ; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন । অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন । তিনি কেবল দূরেতেই নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন, এত নিকটে আছেন, যে আমারদিগের অন্তরে আছেন এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন । যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে

বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি এক স্থান স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্ব্ব স্থানে সমান রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন।

১৮

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

১। যঃ তু মুমুক্ষুঃ সর্ব্বাণি ভূতানি পরমে আত্মনি ব্রহ্মণি এব অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ পরমং আত্মানং নির্বিশেষং পশ্যতি। সঃ ততঃ তস্মাৎ এব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে কুৎসনাং ঘৃণাং ন করোতি।

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয় স্বরূপ; তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয় স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব

ভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন, কোন বস্তু সর্ব্ব নিয়ন্তা বিশ্বপাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে। জগদীশ্বর যাহাকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহার তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; অতএব তদ্দৃষ্টে মনুষ্যেরও কাহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা উচিত নহে। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা বিহিত, তাহাই কর্ত্তব্য।

৩৯

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

সঃ পরমাত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবৎ ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুক্রঃ তেজঃ অকায়ম্ অকায়ঃ অশরীরঃ অব্রণং অব্রণঃ অক্ষতঃ অস্নাবিরং অস্নাবিরঃ স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ইতি। শুদ্ধং শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ অপাপবিদ্ধং অপাপবিদ্ধঃ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক্ মনীষী মনসঈশিতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ পরিভূঃ

সর্ব্বেষামুপর্য্যুপরি ভবতীতি। স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরঃ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাৎ যাথাতথ্যতঃ যথাভূতকর্ম্মসাধনতঃ অর্থান্ ফলানি ব্যদধাৎ বিহিতবান্ যথানুরূপং ব্যভজৎ শাশ্বতীভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাভ্যঃ প্রজাপতিভ্যই-ত্যর্থঃ।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষত রহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; সুতরাং তিনি শিরা রহিত, তাঁহার শিরা নাই, এবং ব্রণ ও ক্ষত রহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া কি যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীর বিহীন, তদ্রূপ তিনি মনোবিহীন; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহা তাঁহার নাই। আমরা যেমন রোগে কাতর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন;

তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই ; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপ বিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। এই অনন্ত জগৎ কালে কালে যে সকল শোভা ও যে সকল সজ্জা দ্বারা সুসজ্জীভূত হইবে, তিনি তাহার অগ্রেই দর্শন করিয়া সেই সকল সৃজন ও বিধান করিয়াছেন। কি সৌর জগতের পরিপাটী শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা ; কি জ্ঞান ও ধর্ম্মরূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব ; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই মাত্র উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ, তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম ও অবস্থা ক্রমে উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের মন তাঁহার অতি

যন্ত্রের ধন; তিনি অতি নিপুণ রূপে তাঁ-
হাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে
মোহ তরঙ্গ হইতে—দুঃখশোক হইতে—
পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেই
জ্ঞানামৃত—সেই প্রেমামৃত পান করিতে
পারে, এমত নিয়ম সকল বিধান করি-
য়াছেন। তিনি পবিত্র, তিনি সকলের
শ্রেষ্ঠ; তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ; যা-
বতীয় বস্তু তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট এবং প্র-
কাশিত হইয়াছে; তিনি জন্ম রহিত, অ-
নাদি, তিনি কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হন
নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি
চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি
সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ
সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট,
পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ কুম্ভীর;
পশু, পক্ষি, মনুষ্য; অনন্ত কোটি অদৃশ্য
সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর
গহ্বর, পরিপূর্ণ; তিনি সেই সকলকেই
তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় অভিরুচি মত অন্ন পা-
নাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী ও কর্ম্মা-
নুরূপ ফল যথা উপযুক্ত রূপে অতি সা-

যাঁকপে চিরকাল বিধান করিতেছেন, তাঁহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।

তপসা মনসঃ ঐকাগ্র্যেণ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব। ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরং ব্রহ্ম

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে অনন্য মনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; তাঁহাকে আলোচনার সময়ে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলে কদাপি তাঁহার সুন্দর-মঙ্গল ভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি এই অত্যদ্ভুত বিশ্বকার্য্যের কারণ ও আশ্রয় রূপে প্রতীয়মান হয়েন; অতএব সৃষ্ট বস্তু সমুদায়ের পরস্পর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল নিরূপণ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও দুরবগাহ গম্ভীর মঙ্গলাভিপ্রায় প্রতীতি করিবেক।

যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে কোন অমূল্য রত্ন গুপ্ত থাকে আর তিনি তাহা না জানিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকটে তাহা অপ্রাপ্ত রহিল; তদ্রূপ পরমেশ্বর আমারদিগের অতি নিকটে থাকিলেও যদি আমরা তাঁহাকে অজ্ঞাত থাকি, তবে তিনি ভূস্তর নিহিত বহু মূল্য গুপ্ত রত্নের ন্যায় আমারদের অপ্রাপ্ত রহিলেন। যখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, তখনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই আমরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই, এবং ততই জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতে থাকি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো-বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানং ব্রহ্ম অনন্তং ব্রহ্ম যঃ বেদ বিজানাতি নিহিতং স্থিতং পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে গুহায়াং আত্মনি। সঃ এবং ব্রহ্ম বিজানন্ অশ্নুতে ভুংক্তে সর্ব্বান্ কামান্ ভোগান্ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা মেধাবিনা, সর্ব্বজ্ঞেন সহ।

যিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন, তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

পরমেশ্বর অকাল্পনিক সত্য পদার্থ। আর কোন পদার্থকে তাঁহার ন্যায় সত্য বলা যায় না। যাহা যথার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাকেই সত্য বলে। যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু সত্য পদার্থ, কারণ তাহারা যথার্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না এবং যদি পরমেশ্বর তাহারদিগকে ধ্বংস করেন, তবে ভবিষ্যতেও

থাকিবেক না। স্বপ্রকাশ নিত্য পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনো আছেন, পরেও থাকিবেন; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, নিত্য পদার্থ।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর আপনাকে আপনি যিনি জানেন, তিনি জ্ঞান পদার্থ। মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এহেতু তাঁহারা জ্ঞান পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে পরমাত্মার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার অতি ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে, এবং ভ্রম, প্রমাদ, মোহ আছে; কিন্তু পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই, তিনি সর্ব্বদা সমান রূপে সকল বস্তুর যথার্থ ভাব ও যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন; অতএব তিনিই যথার্থ জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইতে পা-

রেন, তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় জীবাত্মার জ্ঞান জ্ঞানই নহে।

তিনি অনন্ত স্বরূপ; তাঁহার জ্ঞান কি শক্তি কি মঙ্গলাভিপ্রায় কিছুরি অন্ত পাওয়া যায় না।

যিনি এই সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়ী আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করেন; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। যখন তিনি দেখেন, সমুদায় বিশ্বই বিশ্বাধিপের রাজ্য, এবং যাবতীয় জীব তাঁহারি প্রজা, সকলি তাঁহার প্রীতিভাজন এবং সকলের মঙ্গল বিধানই তাঁহার অভিপ্রেত; তখন তিনি স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া জগৎ সংসারকে প্রীতি করেন, সকলের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল বোধ করেন। তিনি সংসারের উন্নতি দেখিলেই আনন্দিত হয়েন; অন্যের সুখ দেখিলেই সুখী হয়েন। যাহার যে কোন বৈধ কামনা সিদ্ধ হইতে দেখেন, তাহাতে-

ঐ তিনি আনন্দ অনুভব করেন। যে মহাত্মা সকলের সুখে সুখী, তাঁহার এক প্রকার কামনার সকল বিষয়ই উপভোগ করা হয়। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট অবধি সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি, ও ইচ্ছা করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন।

৪২

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য এষঃ প্রসিদ্ধঃ মহিমা ভুবি [illegible] ভূর্লোকে [illegible] দ্যুলোকে [illegible]

স্ব স্বস্য প্রশাসনে নিয়তমস্তি। তথার্ত্তবোহয়নানি চাস্য যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি। তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি কলঞ্চ তচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে। তৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন জ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরাঃ বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং সুখরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি বিশেষেণ অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্রৈব ভাতি।

যিনি সামান্যরূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি অমৃত স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানেন এবং আমরা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু যে পদার্থকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানেন। এই ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও রচিত হইয়াছে এবং তাহারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্র লোক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক; যাহাতে অসংখ্য বিচিত্র জীব সকল স্বীয় স্বীয় ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া সুখে বাস করিতেছে। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা। তিনি আনন্দ স্বরূপ,

তিনি নিত্য, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি যদি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, তবে তাঁহাকে দেখা যায় না কেন? তিনি জ্ঞান স্বরূপ, এনিমিত্তে তাঁহাকে দেখা যায় না। কেবল জড় পদার্থই চক্ষুর বিষয়; পরমাত্মা জড় নহেন, অতএব তাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপকে কেবল জ্ঞান দ্বারা প্রতীতি করা যায়; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

১৩

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ।

হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বিজ্ঞানপ্রকাশে আত্মনি পরে পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ তস্মিন্ কোষে কোষইব অসেঃ ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ তস্মিন্ বিরজং অবিদ্যাদিদোষরজোমলবর্জ্জিতং ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ নিষ্কলং নির্গতাঃ কলাঃ যস্মাৎ তৎ নিরবয়বমিত্যর্থঃ। তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাং আদিত্যাদীনামপি জ্যোতিঃ অবভাসকং তৎ যৎ আত্মবিদঃ আত্মানং পরমাত্মানং যে বিবেকবোধিনঃ জানন্তি তে বিদুঃ জানন্তি।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত আমারদিগের যে আত্মা, তাহার মধ্যে পরমাত্মা স্থিতি করিতেছেন; এ নিমিত্তে জীবাত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি যেমন আমারদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন, তেমনি বাহিরেও সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। কিন্তু তাঁহাকে অতি নিকটে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে অন্তরে আপনার আত্মার মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি পূর্ণজ্ঞান ও ধর্ম্মের আবহ। তিনি জ্যোতির জ্যোতি। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম; সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই, সুতরাং তাহা কদাপি চক্ষুর্গোচর নহে।

৪৪

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কু-

তোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ অস্মদ্গোচরঃ। যদিদং জগৎ ভাতি তৎ সর্ব্বং তং এব পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানং অনুভাতি অনুদীপ্যতে। তস্য ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বং ইদং সূর্য্যাদি জগৎ বিভাতি।

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরের প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

* কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র, কি বিদ্যুৎ, কি অগ্নি, ইহারা কেহই জড় পদার্থ ভিন্ন অন্য বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; অতএব এ সকলের জ্যোতিতে তিনি প্রকাশিত হয়েন না। পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই সমু-

ন্যায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সকলে স্থিতি করিতেছে; অতএব উক্ত হইয়াছে যে সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরের প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।

১৫

প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

প্রাণঃ হি এষঃ পরমেশ্বরঃ যঃ সর্ব্বভূতৈঃ সর্ব্বভূতস্থঃ বিভাতি। তং বিজানন্ বিদ্বান্ অতিবাদী পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলমস্যেতি ন ভবতে ভবতি। সর্ব্বং আত্মন্য প্রাণং সাক্ষাৎ বেদ সোঽতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ পরমাত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য সঃ আত্মক্রীড়ঃ পরমাত্মন্যেব রতিঃ রমণং যস্য সঃ আত্মরতিঃ সতক্রিয়া বিদ্যতে যস্য সঃ ক্রিয়াবান্ সর্ব্বৈবং লক্ষণোঽনতিবাদ্যাত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সঃ এষঃ ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ।

ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানিলে আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎ কর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য, কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ রূপে, সকলের আশ্রয় রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। যেমন প্রিয়তম বন্ধুর গুণালোচনা ও গুণবর্ণনা করিয়া লোক পুলকিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম সুহৃদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহারি প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে;

অনন্য মনা হইয়া কেবল তাঁহারি চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তদীয় স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, তাহার আন্দোলন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন; তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তদীয় আলোচনাতে তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব উক্ত হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। কিন্তু ইহাঁরদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকে-

হন না; কিন্তু তাঁহার সেই মঙ্গল অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সুতরাং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় সাধু কর্ম্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং ততই তাঁহার মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদিগের কার্য্য, এই আমারদিগের লক্ষ্য।

১৬

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।

বৃহৎ চ মহৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম দিব্যং স্বয়ম্প্রভং অচিন্ত্যরূপং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরত্বাৎ সূক্ষ্মাৎ চ মনসোঽপি তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। কিঞ্চ দূরাৎ সুদূরে বর্ত্ততে তৎ ব্রহ্ম ইহ অন্তিকে চ সমীপে চ পশ্যৎস্থ চেতনাবৎস্থ ইহ এব নিহিতং স্থিতং গুহায়াং আত্মনি।

তিনি মহৎ প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। তিনি দূর হই-

তেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান আছেন; তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন।

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহে; সেই দেদীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, তাহা হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অন্তরে স্থিতি করিতেছেন; তিনি সাক্ষি স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৪৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ, নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ ন চান্যৈঃ দেবৈঃ ইতরেন্দ্রিয়ৈঃ ন তপসা গৃহ্যতে কর্ম্মণা বা ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধনং কিত্যাহ জ্ঞানপ্রসাদেন জ্ঞানমস্য প্রসাদঃ তেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ ততস্তু তস্মাৎ তং ঈশ্বরং নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং পশ্যতে উপলভতে ধ্যায়মানঃ চিন্তয়ন্। ব্রহ্মাববোধনসামর্থ্যেহপি স্বভাবেন সর্ব্বমনুষ্যাণাং জ্ঞানং বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষকলুষিতং অপ্রসন্নং অশুদ্ধং সৎ ন বোধয়তি

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, তিনিই ধ্যান যুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জ্ঞানালোচনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে ইহলোকে যতদূর জানিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাই জানিতে পারা যায়। যাগ যজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নি সেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এসকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। এসকল পথে ভ্রমণ করিলে তাঁহার পথে উপনীত হওয়া যায় না। জ্ঞানরূপ পথই তাঁহার পথ।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

৪৮

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

তং ঈশ্বরাণাং প্রভূনাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং দ্যোতনাত্মকানাং পরমঞ্চ দৈবতং পতিং পতীনাং প্রজাপতীনাং পরমং পরস্তাৎ পরতঃ বিদাম দেবং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং ভুবনেশং ভুবনানামীশং ঈড্যং স্তুত্যং।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু; বায়ু, অগ্নি, জল; মেঘ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই তাঁহার নিয়মাধীন। তাহারা তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাঁহারি কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য; হত

ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই ভূমণ্ডলস্থ রাজ্যেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর এবং এই পৃথিবী লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ লোকস্থ দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব শব্দের বাচ্য; সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম-পূজনীয়, হয়েন।

৫৯

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণঞ্চ চক্ষুরাদি বিদ্যতে। ন তৎসমঃ তেন সমঃ চ ন ততঃ অভ্যধিকঃ চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তিঃ বিবিধা বিচিত্রা এব শ্রূয়তে, অস্য জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া চ জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী।

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয় এবং জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া ইঁহার স্বভাব-সিদ্ধ।

শরীর এক যন্ত্র বিশেষ, এবং কার্য্য বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর রূপ যন্ত্র নাই; তিনি কোন শরীর রূপ যন্ত্রেরও অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্য্যও নহেন। তাঁহারি কার্য্য সমুদায়, তিনি একমাত্র কারণ স্বরূপ; তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি একমাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্বরূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান।

তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূতত্ত্ববেত্তা, কি শারীরিক-নিয়ম নিরূপক শরীর-বিধান-বেত্তা; কি ভৌতিক-পদার্থ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থবিদ্যা বিশারদ-পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি; তাঁহার জ্ঞান ক্রিয়া সেরূপ নহে। আমরা যেমন শরীরস্থ মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ করি, তাঁহার বল-ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ একেবারেই সমুদায় জানি-

তেছেন, এবং ইচ্ছানুসারে একেবারেই অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না, এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তেও তাঁহার অন্য কোন উপকরণ আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান বিশিষ্ট এই অনন্ত জীবসকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান! এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি!

৮০

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। সকারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিঃ অস্তি লোকে। অতএব নৈব চ তস্য ঈশিতা নিয়ন্তা। ন এব চ তস্য লিঙ্গং চিহ্নং অস্তি। সঃ সর্ব্বস্য কারণং করণাধিপাধিপঃ করণানামধিপানাং জীবানাম্ অধিপঃ পরমেশ্বরঃ ন চ অস্য কশ্চিৎ জনিতা জনয়িতা ন চ অধিপঃ।

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই, নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম রহিত, মহান্ আত্মা।

৫১

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

এষঃ দেবঃ দ্যোতনাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ। বিশ্বং জগৎ ক্রিয়তে অনেনেতি বিশ্বকর্ম্মা। মহাংশ্চাসৌ আত্মেতি মহাত্মা সদা সর্ব্বদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ সম্যক্ স্থিতঃ। হৃদা মনঃস্থয়া মনীষা মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জ্জিতয়া মনসা মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন অভিক্লৃপ্তঃ অভ্যস্তঃ প্রকাশিত ইত্যেতৎ। যে এতৎ ব্রহ্ম বিদুঃ জানন্তি অমৃতাঃ অমরণধর্ম্মাণঃ তে ভবন্তি।

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা হয়েন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব তিনি বিশ্বকর্ম্মা। তিনি মহাত্মা, তিনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় মহান্, অনুভব মহান্ এবং তদনুসারে তাঁহার কার্য্যও মহান্। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং লোকের হৃদয় মধ্যেও সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। আত্মানুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সংস্কৃত ও অমূলক সংশয়-রহিত করিয়া জানিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে জানা যায়। এই রূপ কু-সংস্কার রহিত সুমার্জ্জিত বুদ্ধিতেই তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা দুশ্চরিত হইতে বিরত ও পবিত্র হইয়া এবং জ্ঞান দৃষ্টিকে সূক্ষ্ম করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহার নির্ব্বাণ জনিত ভূমানন্দ নিরন্তর উপভোগ করেন।

৫২

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

তং দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শঃ অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তং গূঢ়ং গহনং অনুপ্রবিষ্টং বিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ গুহাহিতং গুহায়াং আত্মনি স্থিতং গহ্বরে স্থানে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠং। পুরাণং পুরাতনং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য আত্মনঃ পরমাত্মনি সমাধানং অধ্যাত্মযোগঃ তস্যাধিগমেন মত্বা দেবং জ্যোতির্ময়ং ধীরঃ হর্ষশোকৌ জহাতি॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমাত্মা ইন্দ্রিয় গোচর নহেন, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত ও পরিচালিত করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়, অতএব তিনি দুর্জ্ঞেয়। তিনি কি দুর্গম কি সুগম; কি অন্তরে কি বাহিরে; সকল স্থানেই সকল বস্তুতে গূঢ়

রূপে প্রবিষ্ট আছেন। অনন্যমনা হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হয়, তখন তিনি বিষয় জনিত হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া অতি প্রার্থনীয় পরমোৎকৃষ্ট বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

৫৩

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং।

প্রাণস্য প্রাণং উত তথা চক্ষুষঃ চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসঃ মনঃ যে বিদুঃ জানন্তি। তে নিচিক্যুঃ নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ ব্রহ্ম পুরাণং চিরন্তনং অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং।

তাঁহারা নিশ্চিত রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

যাঁহারা তাঁহাকে সকলের চেতনাবান্

কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চয় রূপে জানেন।

৫৪

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।

একধা এব একেনৈব প্রকারেণ বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবন্নিরন্তরেণ অনুদ্রষ্টব্যং এতৎ ব্রহ্ম যস্মাৎ হি অন্যৎ প্রমীয়তে কিমস্তু অপ্রমেয়ং। ধ্রুবং নিত্যং কূটস্থং। বিরজঃ বিগতরজঃ ধর্ম্মাদিমলবর্জ্জিতঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ আকাশাৎ অপি। অজঃ ন জায়তে আত্মা মহান্ মহত্তরঃ সর্ব্বস্মাৎ ধ্রুবঃ অবিনাশী॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য: এই নির্ম্মল জন্মবিহীন মহাত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী।

ইনি এক মাত্র এবং উপমা রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত।

৫৫

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোহহোভি-

ভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যো-
তিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে-
ঽমৃতং।

যস্মাৎ ঈশানাৎ অর্ব্বাক্ সম্বৎসরঃ সংবৎসরাবয়বিভিঃ কালঃ অহোভিঃ স্বাবয়বৈরহোরাত্রৈঃ পরিবর্ত্ততে। তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুঃ অমৃতং ব্রহ্ম দেবাঃ হি অং উপাসতে॥

যাঁহার নিয়মে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরি-বর্ত্ত হইয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষায় যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছে, তাঁহারা পর-ব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অ-ধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে।

৫৬

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্ব-স্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা

ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনী-য়ান্।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বেশ্বরঃ বশে বর্ত্ততে সর্ব্বস্য ঈশানঃ ঈশিতা সর্ব্বস্য অধিপতিঃ। সঃ পুরুষাদিবিজ্ঞানময়ঃ ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি বর্দ্ধতে নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ অল্পতরো ভবতি। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতত্বাৎ স্বয়ং পূর্ব্বস্থঃ পুণ্যাপুণ্যাভ্যাং বৃদ্ধিঃ ন চ হ্রাসপ্রাপ্তঃ॥

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এরূপ পরমোৎকৃষ্ট, যে তদপেক্ষায় আর উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং স্বভাবতঃ এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, যে কদা-

পে পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে-না ।

৫৭

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ।

এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ, এষঃ ভূতাধিপতিঃ ভূতানামধিপতিঃ এষঃ ভূতপালঃ ভূতানাং পালয়িতা রক্ষিতা এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ সর্ব্বসংসারার্ণবব্যবস্থায়া বিধারয়িতা এষাং লোকানাং ভূরাদিলোকানাং অসংভেদায় অসম্ভিন্নমর্য্যাদায় ইতি লোকাঃ সর্ব্বে সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ স্যুঃ তথা লোকানামসম্ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ ।

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন ।

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার পরমোৎকৃষ্ট নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন কালেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে না । কিঞ্চিৎ অনিষ্টোৎপত্তির সূচনা হইতে হই-

ক্ষেই আপনা হইতে তাহার প্রতীকার হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেই অবিলম্বে বারি-বর্ষণ হইয়া ভূমণ্ডল শীতল করে, এবং দুরন্ত লোকের দৌরাত্ম্য দ্বারা লোক যাত্রা নির্ব্বাহের বিশিষ্টরূপ ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ হইলেই অন্য লোকে মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করে। কিছুতেই সংসারের উচ্ছেদ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর "লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।"

৫৮

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ।

অস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষং চ ওতং সমর্পিতং মনঃ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ চ সর্ব্বৈঃ। তং এব সর্ব্বাশ্রয়ং একং অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত আত্মানং অন্যাঃ অপর ব্রহ্ম [illegible] বাচঃ বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজ

হৃৎ। এতঃ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে এষঃ সেতুঃ সংসারমহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ ॥

ইঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু স্বরূপ হইয়াছেন।

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইঁহাকে জান ও অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্যে রত হইবে না। সম্যক্ রূপে ইঁহারই শরণাপন্ন হইবে; তবে পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতু স্বরূপ।

৫৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

এষপরমাত্মা ন জায়তে নোৎপদ্যতে ম্রিয়তে বা সর্ব্বজ্ঞত্ব বিপশ্চিৎ মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ অপরিলুপ্তচৈতন্য-স্বভাবত্বাৎ, কিঞ্চ ন অয়ং আত্মা কুতশ্চিৎ কারণান্তরাৎ বভূব ন অপি এষআত্মা বভূব কশ্চিৎ অর্থান্তরভূতঃ।

'এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

জন্ম-মৃত্যু-বিকার বিহীন, ভ্রম-প্রমাদশূন্য, পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হয়েন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক।

৬

যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্‌ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

যৎ ব্রহ্ম অর্চ্চিমৎ, দীপ্তিমৎ, যদণুভ্যোঽপি অণু, যস্মিন্‌ লোকাঃ ভূরাদয়ঃ নিহিতাঃ স্থিতাঃ লোকিনশ্চ লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ। তদ এতৎ সত্যং অবিতথং তদমৃতং অবিনাশি তৎ বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যং তস্মিন্‌ মনঃ সমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে সোম্য বিদ্ধি ব্রহ্মণি মনঃ সমাধৎস্ব॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্ম-তর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মা দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতর পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না। তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন ভাবে মুহ্যমান হইও না; কিন্তু তাহা-কে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া

যাও, একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং অধ্যাত্ম-যোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর।

৬১

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।

প্রণবঃ ওঙ্কারঃ ধনুঃ, শরো হি আত্মা জীবাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যম্ উচ্যতে। অপ্রমত্তেন অবহিতচিত্তেন বিবেকিনা যেন একাগ্রচিত্তেন তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম বেদ্ধব্যং। তস্মাত্তল্লক্ষ্য-মুদ্দিশ্য শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যমধ্যে প্রবিষ্টস্য তথা তস্য সাধকস্য আত্মা লক্ষ্যমাপ্নুয়াৎ।

প্রণব ধনু স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হইবেক।

ওঁকারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ; যেমন তিনি পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি শব্দের বাচ্য; সেই রূপ ওঁকারেরো বাচ্য হয়েন। জীবাত্মাকে শর স্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং ওঁকার শব্দকে ধনুঃ স্বরূপ কল্পনা করিয়া জ্ঞাপন হইয়াছে, যে যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেই রূপ পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপস্থ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ অত্যন্ত উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন যে যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেই রূপ সমুদায় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

৬২

মনে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালু-

কাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদি-ভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষু-পীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্র-যোজয়েৎ।

সমে নিম্নোন্নতরহিতে দেশে শুচৌ শুদ্ধে শর্করা-বহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শর্করাঃ ক্ষুদ্রপাষাণাঃ বহ্নিরগ্নিঃ বালুকাঃ তাভির্বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ নিত্যোদকাদিনা শব্দঃ জলং জলাশয়মণ্ডপং উপাদিভিঃ মনোঽনুকূলে মনোরমে স্থানে ন তু চক্ষুপীড়নে চক্ষুঃপীড়নে প্রতিকূলদৃষ্টিমুখে গুহানিবাতাশ্রয়ণে গুহায়াং নির্বাতে দেশে নিবাতবায়ুরহিতে আশ্রয়ণে আশ্রয়ে প্রযোজয়েৎ অভ্যুক্তচিত্তং পরমে ব্রহ্মণি

কঙ্করশূন্য, অগ্নি বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শাক ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাসীর অনভিমুখে; ও সুমন্দ-বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক।

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত ও অনায়াসে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত অথবা অন্য কোন প্রকার অসুখদায়ক স্থানে অবস্থিতি করিলে শারীরিক নিয়ম

ভঙ্গ হইয়া অন্তঃকরণে বাসনা জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, এবং যেখানে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, জল কল্লোল ও বৃক্ষ পত্রের সুস্বর শব্দ শ্রুত হইতেছে, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুপীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই; সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থান অধিক মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পরম পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করিতে ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। এ উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে যে স্থানে মন প্রশস্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ মন উদ্বিগ্ন ও উত্ত্যক্ত হইলে উপাসনা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না।

ওঁ

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বি-

দ্ধান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়া-বহানি।

[illegible]

বক্ষঃ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত রাখিয়া, সম-কায়ে শরীর ধারণ করিয়া, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়ানক স্রোত সকলকে ব্রহ্মরূপ ভেলাকের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেক।

পূর্ব্বে যে রূপ স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই পদের দ্বারা প্রাপ্ত হইতেছে। পুনঃপুনঃ কুব্জভাবে বসিলে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া মেরু-দণ্ড বক্রভাব প্রাপ্ত হয়। এক দিকে হেলিয়া থাকিলেও তাদৃশ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বক্ষ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শারীরিক নিয়ম রক্ষা হয় এবং মনও সুস্থির হয়।

অতএব উপাসনা কালে এই প্রকারে উপবেশন করিবার বিধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাৎপর্য্য, এই যে যে প্রকারে উপবেশন করিলে শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এবং মনেরো অস্বচ্ছন্দতা জন্মে না, সেই প্রকারে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক।

উপাসনা কালে ইন্দ্রিয় সকল নানা দিকে ধাবমান হইলে এবং মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে পরমেশ্বরে কদাপি আত্মার অভিনিবেশ হয় না। একারণ তৎকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সমুদয়কে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহারদিগকে নানা প্রকার বাহ্য-বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে দিবেক না। তৎকালে পরম প্রীতি ভাজন সর্ব্বান্তরতর পরমেশ্বরের শ্রবণ মননেতে অন্তঃকরণকে নিযুক্ত রাখিয়া এবং তাঁহাতে আপনার আত্মাকে সমাধান করিয়া অভ্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে সপ্তমোধ্যায়ঃ।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।

সর্ব্বত্র চক্ষূংষি বিদ্যন্তে যস্যেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ। উত তথা সর্ব্বত্র মুখানি বিদ্যন্তে যস্যেতি বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বত্র বাহবো বিদ্যন্তে যস্য সঃ বিশ্বতোবাহুঃ উত সর্ব্বত্র পাদা বিদ্যন্তে যস্যেতি বিশ্বতস্পাৎ। স বাহুভ্যাং বাহুভ্যাং সং—ধমতি সংযোজয়তি এবম্বিধান্ মনুষ্যান্ পতত্রৈঃ পতত্রৈঃ সং সংযোজয়তি পক্ষিণঃ দ্যাবাভূমী আকাশ পৃথিবী জনয়ন্ উৎপাদয়ন্ দেবঃ একঃ।

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; অন্ধকার তাঁহার

দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, যে পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মারা তাঁহার অমৃতময় পথে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উৎসাহজনক প্রসন্ন মুখ সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারের সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল ও তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যদেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষিশরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহ ও সুখ সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬৫

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ শ্রবণমস্যেতি শ্রুতিমৎ লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি।

এতে লোকে আছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পাদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক এবং সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত সংসারকে ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন।

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া হে মানব সকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর।

২৬

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী চ সঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ মঙ্গলঃ।

এই নানা শিরোমুখ গ্রীব বিশিষ্ট পরমেশ্বর, সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন।

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের ধনদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদানভূত।

৬২

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।

অপাণিপাদঃ জবনঃ দূরগামী গৃহীতা যদ্যপ্যেবং তথাপি পশ্যতি অয়ং অচক্ষুঃ অপি সন্। সঃ শৃণোতি অকর্ণঃ অপি। সঃ বেত্তি বেদ্যং অমনস্কোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ, কিন্তু ন তস্য অস্তি বেত্তা। তং আহুঃ অগ্র্যং প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ পুরুষং পূর্ণং মহান্তং।

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন,

এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; জ্ঞানিরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব নাই, অথচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে।

৫৮

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

যঃ এষঃ পুরুষঃ সুপ্তেষু প্রাণিষু জাগর্ত্তি ন স্বপিতি কথং কামং কামং তত্তদভিপ্রেতং অন্নপানাদ্যর্থং নির্ম্মিমাণঃ নিষ্পাদয়ন্। তদ্ এব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তদ্ব্রহ্ম নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি তদেব অমৃতং অবিনাশি উচ্যতে। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ সর্ব্বে লোকাঃ তস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। তৎ ব্রহ্ম উ ন অত্যেতি অতিবর্ত্ততে কশ্চন কশ্চিদপি।

যখন জীব প্রাণি নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের অভিলষণীয় কাম্য অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই পরিশুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত রূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি তিনি সর্ব্বক্ষণই জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনাতে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হয়েন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিতসাধন করিতেছেন।

৬৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং।

অণোঃ সূক্ষ্মাদপি অণীয়ান্ অণুতরঃ মহতঃ মহীয়ান্ মহত্তরঃ। স চ আত্মা পরমেশ্বরঃ অস্য জন্তোঃ প্রাণিজাতস্য, গুহায়াং হৃদয়ে নিহিতঃ স্থিতঃ তং ঈশং অক্রতুঃ বিগতভোগসঙ্কল্পরহিতঃ অস্য চ মহিমানং পশ্যতি যঃ সঃ বীতশোকঃ। ধাতুঃ ঈশ্বরস্য প্রসাদাৎ। প্রসাদে হি পরমেশ্বরে তদ্যথাত্মজ্ঞানমুৎ-পদ্যতে॥

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বীতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

আমারদিগের অতি সূক্ষ্ম আত্মা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতে তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না, তিনি আমারদিগের আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত, নিত্য-পরিতৃপ্ত পরমানন্দময়; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়; তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না।

৭০

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেত-
রেষাং।

কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বতন্ত্র একঃ বশী সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা। একং রূপং বহুধা অনেকপ্রকারং যঃ করোতি আত্মসত্তামাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ তং আত্মস্থং স্বশরীরে আত্মনি স্থিতং যে ধীরা বিবেকিনঃ অনুপশ্যন্তি সাক্ষাদনুভবন্তি তেষাং শাশ্বতং নিত্যং সুখং আত্মানন্দং ভবতি ন ইতরেষাং বহির্ব্বুদ্ধীনাং।

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমার-দিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করি-

য়াছেন। তিনি নিত্য স্বরূপ থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন, আপনি অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। এই একমাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করেন, তাঁহার যেরূপ উৎকৃষ্ট নিত্য সুখ ভোগ হয়, অন্য ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

৭৬

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। ৬

নিত্যঃ অনিত্যানাং চেতনঃ চেতনানাং চেতয়িতৃণাং সর্ব্বকর্তৃণাং, কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ একঃ সন্ বহূনাং কামিনাং সংসারিণাং, কর্ম্মানুরূপং কামান্ যঃ অনায়াসেন বিদধাতি দদাতি, তং আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নিত্যা ন ইতরেষাং।

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য ও তাবৎ সচেতনের কেবল এক

সকল চেতনের কর্ত্তা, একাকী যিনি অনেকের কামনা সম্পাদন করিতেছেন তাঁহাকে যে সকল ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি এক মাত্র নিত্য, তিনি জীব সকলকে চেতনা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহা তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন, তিনি এক অনেকের কামনা সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী লোকেতেই প্রাণী কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন সকল উপযুক্ত রূপে একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরমাত্মাকে যাঁহারা স্বকীয় মানস মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারদিগের তৃপ্তি সরোবর কদাপি শূন্য হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে; তাঁহারদিগের নিত্য শান্তি লাভ হয়।

৭২

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ । অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং ।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি হৃদয়স্য মনসঃ ইহ জীবিতে এব গ্রন্থয়ঃ, গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঃ অজ্ঞানপ্রত্যয়াঃ ; অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি এতা বৎ এতাবন্মাত্রং অনুশাসনং অনুশিষ্টিরুপদেশঃ ।

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন ; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে ।

অজ্ঞান ও মোহজাল আমারদের হৃদয় গ্রন্থি । পাপাসক্তি ও কুসংস্কার রূপ হৃদয় গ্রন্থি সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । যখন এই সকল দুশ্ছেদ্য হৃদয় গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে ; তখনই জানিবে যে, যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে পরম পিতার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছ—মুক্ত

কে অতিক্রম করিয়া অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ।

ইতি প্রথমখণ্ডে অষ্টমোধ্যায়ঃ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ পক্ষিণৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ আত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞপরমেশ্বরৌ সমানং অবিশেষং অধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং উচ্ছেদসামান্যাৎ শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ। তয়োঃ বৃক্ষং পরিষক্তয়োঃ অন্যঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং স্বাদু যথা তথা অত্তি ভক্ষতি উপভুংক্তে। অনশ্নন্ অভুঞ্জানঃ অন্য ইতরঃ ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভোক্তৃভোক্ত্রোঃ প্রেরয়িতা অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলং। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ।

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা, তন্মধ্যে একটি সুখদ ফল ভোজন করেন, অপর নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

জীবাত্মা শরীরস্থ আছেন। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব পরমাত্মা অন্যান্য স্থানের ন্যায় শরীরেও অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব বিভিন্নস্বভাব জীব ও পরমাত্মা

উভয়েই আমারদের শরীর ব্যাপিয়া আছেন এবং উভয় পরস্পরের সখা ও সুহৃৎ। নিত্য পরিতৃপ্ত পরমাত্মা জীবকে নানাবিধ সুখ প্রদান করিয়া সাক্ষী রূপে স্থিতি করিতেছেন, জীব তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা জীবাত্মা তাঁহার অধীন; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা গৃহীতা; পরমাত্মা প্রেরয়িতা, জীবাত্মা ভোক্তা; পরমাত্মা আমারদের সর্ব্বাচ্ছাদক এক মাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছি।

৭৪

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

সমানে বৃক্ষে এতস্মিন্ শরীরে পুরুষঃ ভোক্তা জীবঃ [illegible] নিমগ্নঃ। অতঃ অনীশয়া [illegible] ইতি যে দীন [illegible] শোচতি সন্তপ্যতে

মুহ্যমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া চিন্তামাপদ্যমানঃ জুষ্টং সেবিতমনেকৈঃ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্যং ঈশং সর্ব্বস্য জগতঃ অসংসারিণং অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামৃত্যুধর্ম্মাতীতং অস্য চ পরমেশ্বরস্য মহিমানং বিভূতিঃ ইতি বীতশোকঃ তদা ভবতি।

জীব শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্ব সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না; পরমানন্দ উদ্ভব হয়।

১৫

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়

**নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধী-
রো ন শোচতি ।**

যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতি যঃ সবিদ্বান্ সাধকঃ পশ্যতে পশ্যতি রুক্মবর্ণং রুক্মস্যেব জ্যোতিরস্য স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং নিত্যচৈতন্যরূপং কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিঃ তং । তদা সঃ বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরস্য নিরঞ্জনঃ নির্লেপঃ বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং সাম্যং সমতাং উপৈতি প্রপদ্যতে । মহান্তং বিভুং ব্যাপিনং আত্মানং ঈশ্বরং মত্বা ধীরঃ ধীমান্ ন শোচতি ।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক পরমোপাস্য পরমেশ্বরের প্রতি অনুরক্তচিত্ত হইয়া আপনার হৃদয়-ধামে জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ জনিত কর্ম্ম-ফল কামনা শূন্য হইয়া এবং তাবৎ দৈব-

য়িক ব্যাপারে নির্লিপ্ত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন; তখন তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তি সংযত হইয়া থাকে, কোন বৃত্তি আপন অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না; তখন তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত অত্যুৎকৃষ্ট সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁহাকে সর্ব্ব সাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন।

৭৬

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে।

পরং এব অক্ষরং সর্ব্ব পুরুষার্থং প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি সঃ যঃ হ বৈ তৎ অচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতং অশরীরং শরীরবর্জ্জিতং অলোহিতং লোহিতাদিগুণবর্জ্জিতং শুভ্রং শুদ্ধং অক্ষরং ব্রহ্ম বেদয়তে বিজানাতি।

যিনি সেই ছায়া রহিত, শরীর রহিত, লোহিতাদি গুণ রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বিশুদ্ধ চিত্ত হই-

। যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

৭৭

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।

সর্ব্বজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ অদৃষ্টং অব্যবহার্য্যং অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ অলক্ষণং অলিঙ্গং অচিন্ত্যং অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। একস্য জগৎকারণস্য ব্রহ্মণো জীবাত্মনঃ প্রত্যয়সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে তৎ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চস্য সংসারস্য উপশমঃ উপরতিঃ নিবৃত্তিঃ যত্র তৎ প্রপঞ্চোপশমং সংসারাতীতং শান্তং শিবং অদ্বৈতং একং।

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত নহেন, কোন শব্দ দ্বারা বাচ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম প্রত্যয়ই তাঁহার [illegible] প্রমাণ হইয়াছে। তিনি [illegible] অতীত, তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

[illegible] আত্মপ্রত্যয় [illegible] স্বরূপ [illegible]

ব্যাপী নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য সুকৌশল-সম্পন্ন বিশ্বের আদি কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের এক মাত্র হেতু। সংসার তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।

৭৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

তৎ এতৎ ব্রহ্ম অক্ষরং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ তথা প্রেয়ঃ বিত্তাৎ হিরণ্যরত্নাদেঃ তথা প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ যৎ যৎ লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধং তস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং অন্তরতরং যৎ অয়ং আত্মা ইত্যেতৎ ব্রহ্ম। লোকে নিরতিশয়প্রিয়োহি [illegible]

এতদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাদন্তরতরং প্রিয়তমং তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ...

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর অন্য সকল হইতে প্রিয়।

যে মঙ্গল-স্বরূপ পবিত্র পুরুষ আমারদিগের সকলের অন্তরে সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন এবং আমারদিগের পুত্র বিত্তাদি যাবতীয় প্রিয় পদার্থ প্রদান করিতেছেন, তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদিগের আর কেহ নাই।

৭৯

স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ।

সঃ যঃ কশ্চিৎ ... আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অন্যং পুত্রাদিকং প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ কিং ব্রূয়াৎ তস্য প্রিয়ং পুত্রাদিলক্ষণং রোৎস্যতি আবরণং প্রাপ্স্যতি বিনংক্ষ্যতি ইতি। সঃ ঈশ্বরঃ সমর্থঃ ... তথা এব স্যাৎ ... আবরণং ... প্রাপ্নোতি।

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক কহেন,

তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এসংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত কি ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ প্রকার উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সমস্ত বস্তুকেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করি-

ক্তে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে।

৮০

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

উক্তবিধ্য আন্য প্রিয়ং আত্মানং এব ব্রহ্মৈব প্রিয়ং উপাসীত। সঃ যঃ আত্মানং এব ব্রহ্মৈব প্রিয়ং উপাস্তে ন হ অস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং মরণশীলং ভবতি।

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না।

যিনি আমারদের মানস ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল-কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই আমারদিগের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইতে পারে না। অনাদিনিধন অবিনশ্বর পরমেশ্বরে যিনি নিজ প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রীতি প্রবাহ কখন শুষ্ক হয় না। তাঁহার

প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তিনি অজর অমর নিত্য, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।

৮১

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

প্রীতিপ্রাজ্ঞদেন্যেন মুখ্যঃ তস্মাৎ আত্মা ইহ লোকে ব্রহ্ম বা অরে দ্রষ্টব্যঃ দর্শনার্হঃ ফলজ্ঞানপরায়ণোপায়েন শ্রোতব্যঃ আচার্য্যতঃ মন্তব্যঃ তর্কতঃ ততঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই অনুপম বিশ্বরচনার আশ্চর্য্য কল্যাণকর ভূরি ভূরি কৌশল দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক এবং তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য সকল অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল সকল দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিষয়ক উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক,

এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার সেই মঙ্গলস্বরূপকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবেক।

৮২

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।

সঃ বৈ, অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্বভূতের রাজা।

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিয়াছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন।

৮৩

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবং এব অস্মিন্ আত্মনি অগ্ন্যাদিবিক্রিয়াযুক্তে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে এতে আত্মানঃ অভিমানীয়াদ্যবেশিনোজীবাঃ সমর্পিতাঃ।

যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমি-দেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত সকল, লোকান্তর বাসি মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম জীবি জীব সকল, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি লোক সকল, প্রাণিদিগের প্রাণন ক্রিয়া সকল, এবং অসংখ্য লোক স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা সকল সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সূক্ষ্ম বাং ব্রহ্ম সর্ব্বাং নমো-ভিঃ। অনাদিমৎ বিভুত্বেন র-ভিং যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বা।

যুস্মাকমহং নমামি বাং যুস্মাকং কারণভূতং ব্রহ্ম অস্মাকমপি পূর্ব্ব্যং চিরন্তনং নমোস্তি। হে অনাদিসিদ্ধ আদ্যন্তশূন্য পরমাত্মন্ ত্বং বিভুঃ সন্ ব্যাপকত্বেন বর্ত্তসে যতঃ ত্বত্তঃ জাতানি ভুবনানি বিশ্বা বিশ্বানি।

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদিগের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিসিদ্ধ পরমাত্মন্। তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের এবং আমারও সৃজনকর্ত্তা চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর।

৮৫

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।

অথ ইহৈব এব সন্তঃ অত্রৈব বয়ং কৃতার্থাঃ তৎ ব্রহ্ম বিদ্মঃ বিজানীমঃ। তৎ ন চেৎ বেদিতবন্তঃ বয়ং অবেদিঃ স্যাং। বেদনং বেদঃ বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী বেদ্যেব বেদিঃ ন বেদিঃ অবেদিঃ। অবেদির্মম স্যাৎ

বেদনাভাবঃ স্যাৎ মহতী বিনষ্টিঃ বিনাশনং। অহো বয়ং অস্মান্মহতোবিনাশনাৎ নির্ম্মুক্তাঃ যত্তৎ ব্রহ্ম বয়ং বিদিতবন্তঃ। যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি। অথ যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ তে ইতরে অব্রহ্মবিদোজনা দুঃখং এব অপিযন্তি প্রতিপদ্যন্তে।

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন এবং আচ্ছন্ন হইয়াও আমারদিগের জ্ঞান-চক্ষু সেই নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া সেই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারি-

তাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য সম্বন্ধ নি-বদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ্ সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম, মৃত্যু ভয় হইতে আমার-দিগকে আর কে পরিত্রাণ করিত।

৮৬

ততোযদুত্তরতরং তদরূপম-নাময়ং। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভ-বন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।

ততঃ কার্য্যাৎ উত্তরং কারণং ততোপ্যুত্তরং উত্তর-তরং কারণস্য কারণং যৎ ব্রহ্ম তৎ অরূপং রূপরহিতং অনাময়ং রোগশোকরহিতং। যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ অমরণধর্ম্মাণঃ তে ভবন্তি অথ ইতরে যে তৎ ব্রহ্ম ন বিদুস্তে দুঃখং এব অপিযন্তি।

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপ হীন ও নি-রাময়। যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

এই সংসারে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কারণ পৃথিবী বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ সকল, এবং সেই সকল পদার্থের কারণ আবার পরব্রহ্ম। অতএব

তিনি কারণের কারণ। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। তিনি অশরীরী, অজর, অমর, তিনি নিত্য শুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্বরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত তাঁহার সহিত একাত্ম সম্বন্ধ নিবন্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না।

৮৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং
তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি।

ততঃ বিশ্বকার্য্যস্য পরং কারণং পরং ব্রহ্ম বৃহন্তং মহৎ, যথানিকায়ং যথাশরীরং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং অন্তঃস্থিতং। বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং আত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতং। তং ঈশং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি।

যিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ অতি মহৎ পরব্রহ্ম এবং যিনি সর্ব্বভূতেতে শরীর মধ্যে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন আর যিনি একাকী বিশ্ব সংসারকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে জানিলে লোক সকল অমর হয়েন।

তাঁহা হইতে এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্বকার্য্যের কারণ এবং মহান্। তিনি সকল স্থানেই সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কারণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; জ্ঞান-স্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইঁহার সহিত নিত্য সহবাস লাভ করেন।

৪৮

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঃ আভাসন্তে প্রকাশ্যন্তে যেন ব্রহ্মণা তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং স্বয়ঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বকরণরহিতং। সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুং ঈশানং সর্ব্বস্য শরণং রক্ষিতৃ সুহৃৎ মিত্রং।

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ।

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ও সুখ বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমারদিগের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগি বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা অবলোকন করিয়া পরম পরিতুপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গরব, সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা রস মিলিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য, পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ প্রকার সুগন্ধি সংযুক্ত প্রফুল্ল পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপি স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ সরোবর পূর্ণ করিতেছে, সকল-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয়-সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি

করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্ত-দ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সক্ষম হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা সকল মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ ভাণ্ডারের এক এক দ্বার স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি নির্গত করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজন করিয়াছেন এবং সুতরাং তাঁহার দ্বারাই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তিনি

স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই; তিনি চক্ষু কর্ণ বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন এবং সকল শুনিতেছেন এবং পাণি পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহৃৎ, তাঁহাকে ভক্তি কর, তাঁহাকে ভজনা কর, তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার অধীন হও।

৮৯

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিং ঈশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ।

মহান্ প্রভুঃ সমর্থঃ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারে বৈ পুরুষঃ এষঃ ঈশানঃ জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধবিজ্ঞানপ্রকাশঃ অব্যয়ঃ অবিনাশী সত্ত্বস্য ধর্ম্মস্য প্রবর্ত্তকঃ প্রেরয়িতা কস্মৈপ্রয়োজনায় ইমাং সুনির্ম্মলাং শান্তিং উদ্দিশ্য।

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই পরিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ অবিনাশী ঈশ্বর সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

ধর্ম্ম ব্যতীত আমারদিগের কিছুতেই আর শান্তি হয় না। তাঁহাকে না জানিয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিয়া পশুবৎ কেবল আহার নিদ্রায় মুগ্ধ থাকিলে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না; অতএব সেই মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা মহান্ প্রভু সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে আমারদিগের মনে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সকল স্থাপিত করিয়াছেন; তাঁহার অনুগামী হইয়া চলিলে আমারদিগের সুখ সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না; আমরা নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ, উপভোগ করিতে পারি।

ইতি প্রথমখণ্ডে নবমোধ্যায়ঃ।

১০

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বে হস্মৈ দেবা- বলিমাহরন্তি। মধ্যে বামনমা- সীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে।

ওম্ ইতি ব্রহ্ম ওঙ্কারোক্তি ব্রহ্মপ্রতিপাদ্যোঙ্কারো- কপাধ্যানমন্ত্রং । অস্মৈ ব্রহ্মণে সর্ব্বে দেবাঃ বলিং পূজা- মাহরন্তি । মধ্যে বামনং ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ আসীনং বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ উপাসতে ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পুরুষাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

জগতের এক অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈ- শ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতি- পাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোক নিবাসী দেবতারা পবিত্র ও প্রফুল্লচিত্তে নিয়ত তাঁহার আ-

সাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমারদিগেরো কর্ত্তব্য যে দেবতাদিগের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি

৯১

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।

ওম্ ইতি এবং ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তঃ ধ্যায়থ চিন্তয়ত আত্মানং স্বস্বরূপং পরংব্রহ্ম স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বঃ যুষ্মাকং পারায় পরকূলায় তমসঃ অজ্ঞানতমসঃ পরস্তাৎ ব্রহ্মস্বরূপাবগমনায়েত্যর্থঃ। ওঙ্কারেণ এব আয়তনেন সাধনেন অন্বেতি প্রাপ্নোতি বিদ্বান্ যৎ তৎ শান্তং অজরং জরাবর্জ্জিতং অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতং অভয়ং পরঞ্চ নিরতিশয়ং তৎ ব্রহ্ম ওঙ্কারাখ্যং।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ

হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

যেমন বাহ্য বিষয়-সকল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা জ্ঞান-চক্ষুর্গোচর হয়েন। অতএব বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, সকল বিষয় হইতে এবং বিষয় কামনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার অর্থী হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করিতে অভ্যাস কর; ক্রমে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গলরূপ আপনার আত্মাতে তুমি উপলব্ধি করিতে থাকিবে। যখন সেই জ্ঞানসূর্য্য পরমাত্মা তোমার অন্তরে উদয় হইবেন; তখন তুমি সংসারের অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে।

৯২

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

তৎসবিতুঃ তস্য সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্বকামানাং অন্তর্য্যামিনো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ দেবস্য দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য বরেণ্যং বরণীয়ং ভর্গঃ ভর্গং তেজঃ জ্ঞানং শক্তিঞ্চ ধীমহি ধ্যায়েম বয়ং। ধিয়ঃ বুদ্ধিবৃত্তীঃ যঃ সবিতা নঃ অস্মাকং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় ॥

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন তিনি পিতামাতার ন্যায় বিশ্ব পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও আশ্চর্য্য শক্তি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলেই ক্রমে তিনি আমারদিগের বুদ্ধিতে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইবেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি বিশ্ব-নিবাসী অসংখ্য জীবের কল্যাণ সাধনার্থেই তৎপর রহিয়াছে। তিনি আমারদিগের ধর্ম্ম-পথের সহায়ার্থে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন।

৯৩

মাহং ব্রহ্ম নিরাকর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

অহং ব্রহ্ম মা নিরাকুর্য্যাং ন ত্যজেয়ং মা মা উপাসকং ব্রহ্ম মা নিরাকরোৎ নাত্যজৎ। মৎকর্ত্তৃকং ব্রহ্মণঃ অনিরাকরণং অত্যক্তকরণং অস্তু॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

করুণাময় বিশ্বপিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস ক্রিয়াতেই তাঁহার কারুণ্য সমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না। অতএব আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিয়ত তাঁহার প্রীতি পীযূষ পান করি ও তাঁহার করুণাদত্ত অনুজ্ঞা-সকল পরম পরিতুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি।

৯৪

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

তং বেদ্যং [illegible] সর্ব্বজ্ঞাঃ প্রভবঃ পরং ব্রহ্ম [illegible]

তোমাদের মৃত্যু পীড়া না দেয়, এই প্রকার সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

সেই অমৃত পুরুষকে জান এবং তাঁহাকে লাভ করিতে, আপনাকেই তাঁহাতে অর্পিত করিতে চেষ্টা কর, তবে তোমার মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, সকলের সহিত যাঁহার মিলন সম্বন্ধ হইয়াছে, তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন এবং শোক দুঃখ মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান; তাঁহার নিকটে অভাব পূর্ণ হয়, বিপদ মঙ্গলের আধার হয় এবং মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়।

১৫

যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সু যঃ বিশ্বং ভুবনং একং রচি-তং সংসারং আবিবেশ প্রবিষ্টবান্। যঃ ওষধীষু ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় পরমেশ্বরায় নমঃ নমঃ দ্বির্বচনমাদরার্থং।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার করুণা নিদাঘ কালের তৃপ্তিকর বারি-ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক, কি দ্যুলোক, কি অন্তরীক্ষ, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি প্রথম খণ্ডে দশমোধ্যায়ঃ।

১৫

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ ব্রহ্ম। অবিদ্যমান আদি কারণমস্য তদিদং অনাদি তথা অবিদ্যমানোঽন্তোঽস্য তৎ অনন্তং মহতঃ মহৎপরিমাণাৎ অপি পরং মহত্ত্ব নিরতিশয়ত্বাৎ ধ্রুবং কূটস্থং নিত্যং নিচায্য অবগম্য তং এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ প্রমুচ্যতে বিমুচ্যতে।

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; যাঁহার কোন ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি, অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

সৃষ্টির অতীত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কদাপি শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন।

তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য পদার্থ। তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহবাস লাভ করে।

৯৭

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

সর্ব্বেষু ভূতেষু এষঃ গূঢ়োত্মা গূঢ়ঃ আত্মা প্রচ্ছন্নঃ সন্ আত্মা ন প্রকাশতে অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়া বুদ্ধ্যা অগ্র্যয়া অগ্রমিব অগ্র্যা তয়া একাগ্রতয়োপেতয়া সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া কৈঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তৈঃ পণ্ডিতৈঃ।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

ইন্দ্রিয়ের অবিষয় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে শ্রদ্ধাবান্ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একাগ্র বুদ্ধিদ্বারা দেখিতে পান।

৯৮

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।

ন অয়ং আত্মা ব্রহ্মাত্মা প্রবচনেন প্রকৃষ্টবচনেন লভ্যঃ জ্ঞেয়ঃ ন অপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণাশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন শ্রবণেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। যং এব ব্রহ্মাত্মানং এষঃ সাধকঃ বৃণুতে প্রার্থয়তে তেন সাধকেন লভ্যঃ। সঃ এষঃ আত্মা ব্রহ্মাত্মা তস্য আত্মকামস্য বৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং স্বকীয়াং তনুং।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে ইচ্ছা ও যত্ন না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক,

আর প্রচুর উপদেশ বাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক পরিপূর্ণ আনন্দময় মহাসাগরে অবগাহন করিয়া পরম পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন।

৯৯

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখাভবত। জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং প্রাপ্য উপগম্য বরান্ প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ ব্রহ্মবিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বব্যাপিনং ব্রহ্মাত্মানং নিবোধত অবগচ্ছত যথা ক্ষুরস্য ধারা অগ্রং নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা দুঃখেনাত্যয়োযস্যাঃ সা দুরত্যয়া পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা দুর্গং দুঃসম্পাদ্যং পথঃ পন্থানং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণমার্গং তৎ কবয়ঃ মেধাবিনঃ বদন্তি।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও; আর কত কাল তাহা অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ কর, উত্তম জ্ঞানবান্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার নিধি স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান; সহস্র গ্রন্থ-পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দিগকে বশীভূত করিতে হয়, হিতে-চ্ছাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে উন্নত করিতে হয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়; অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ।

১০০

তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃত-মভয়ং শান্ত উপাসীত।

তৎ এতৎ ব্রহ্ম নাস্য পূর্ব্বং কারণং বিদ্যত ইতি অপূর্ব্বং এতৎ অমৃতং অভয়ং শান্তঃ সন্ এনং উপাসীত।

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইঁহার উপাসনা করিবেক।

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব্ব কারণ নাই; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আর কোন ভয় থাকে না, তিনি অভয়। শান্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবেক। শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। যাঁহার মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত, তাঁহার মনে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয়, নতুবা যাঁহার মন প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ও ইন্দ্রিয়-লৌল্য জন্য মলিন হইয়াছে; তিনি পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভো-

রা কখনই সমর্থ নহেন। অতএব শান্ত হই-
য়া তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে একাদশোধ্যায়ঃ।

১০১

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ॥

বৃক্ষইব স্তব্ধঃ নিশ্চলঃ দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি একঃ অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। তেন অদ্বিতীয়েন পুরুষেণ পূর্ণেন ইদং সর্ব্বং পূর্ণং নিরন্তরং যেন ব্যাপ্তং।

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ স্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে। তিনি সাক্ষী-স্বরূপে নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদন অবলোকন করিতেছেন। প্রবাহ-বলে নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জল-প্লাবনে দেশ-বিশেষ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয় প্রবাত ও ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ জীব

শ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ অশুভবৎ প্রতীয়মান ব্যাপার উত্তর কালীন উন্নতি সাধনের অনুকূল জানিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলাবর্ষণ ও মেঘ গর্জ্জন সহকৃত মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশুপক্ষী মনুষ্য সম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নরকণ্ঠ নিঃসৃত শোণিত প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম কল্যাণ সম্পাদন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

জড় বস্তু স্থান ব্যতিরেকে স্থিতি করিতে পারে না। যাবতীয় জড়বস্তু আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানময় পরমাত্মার অবস্থানার্থে আকাশো আবশ্যক

করে না। স্থান ব্যতিরেকে অবস্থিতি করা তাঁহার এক পরমাশ্চর্য্য মহিমা। তিনি স্বকীয় মহিমাতে স্থিতি করিয়াছেন। কি বিস্তীর্ণ নীলোজ্জ্বল সমুদ্র, কি অনন্ত-চন্দ্রাতপ আকাশ, কি অনুপম জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রমণ্ডল, সকলই তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

১০২

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।

যথা যেন প্রকারেণ হে সৌম্য প্রিয়দর্শন বয়াংসি পক্ষিণঃ বাসোবৃক্ষং বাসার্থং বৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমং পরে আত্মনি অক্ষরে ব্রহ্মণি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহারদিগের বাস স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সমুদায় পদার্থ পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

বিশ্বের অন্তর্গত কোন বস্তু পরমাত্মাকে অবলম্বন না করিয়া স্থিতি করিতে

পারে না। অতি ক্ষুদ্র শৈবাল সূত্র অবধি—বিশাল বট বৃক্ষ পর্য্যন্ত, চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি—প্রকাণ্ডকায় হস্তী পর্য্যন্ত সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে।

১০৩

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনিগুর্ণশ্চ।

একঃ অদ্বিতীয়ঃ দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ প্রচ্ছন্নঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা অন্তর্যামী। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্রকর্ম্মণামধ্যক্ষঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসয়তীতি সর্ব্বভূতাধিবাসঃ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ সাক্ষী সর্ব্বদ্রষ্টা চেতা কেবলঃ অসঙ্গঃ নির্গুণঃ চ সত্ত্বাদিগুণরহিতশ্চ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞানময়, ও সঙ্গ রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু, তিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অনন্ত চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা, আমারদিগের যে এই জীবাত্মা-সকল, তাহারদিগেরো প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্বস্থানে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার বিধান দ্বারা বিশ্বসংসারের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সঙ্গরহিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহেন, তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন। সৃষ্ট পদার্থ শরীর ও মনের ধর্ম্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ।

১০৪

সর্ব্বাদিশঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্

প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-
যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

সর্ব্বাদিশঃ ঊর্দ্ধং অধঃ চ তির্য্যক্ পার্শ্বদিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে দীপ্যতে যৎ যথা উ অনড্বান্ আদিত্যঃ। এবং সঃ দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ ভগবান্ ঐশ্বর্য্যসমন্বিতঃ বরেণ্যঃ বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ যোনিঃ কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ পৃথিব্যাদীনাং স্বভাবান্ স্বস্বভাবান্ গুণান্ অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি একঃ অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ, অধ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পায়, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ব্বিহীন পদার্থ-সকল প্রকাশ করে, কিন্তু সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক সূর্য্যের প্রয়োজন করে না; তদ্রূপ পরমাত্মা, জীব জন্তু, জল স্থল, গ্রহ নক্ষত্র; ক্ষুদ্র বৃহৎ, সমুদয় বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই; তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ। অন্যান্য

লোকে যেমন সূর্য্য-রশ্মি-প্রদীপ্ত পদার্থ-সকল চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করে, সংস্কৃত-বুদ্ধি-বিশুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি সেই রূপ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে উষ্ণতা, নক্ষত্রে জ্যোতি, জলে শৈত্য, বজ্রে বল, পদে গতি, বৃষ্টিতে তৃপ্তি, সকল ভূতেতে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

১০৫

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্-যশঃ।

এনং ব্রহ্মাত্মানং ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধদিশি কশ্চিদপি নাপরিজগ্রভৎ ন পরিগৃহীতবান্ ন তির্য্যঞ্চং ন পার্শ্বে ন চ মধ্যে ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু ব্রহ্ম ন কেনাপি পরিগ্রাহ্যং। ন তস্য ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য অচিন্ত্যশক্তেঃ সদৃশাভাবাৎ প্রতিমা উপমা অস্তি যস্য ঈশ্বরস্য নাম অভিধানং মহৎযশঃ মহ-ত্ত্বাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে, কি তির্য্যক্ কি মধ্যদেশে, কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্যশ।

অভ্যুন্নত মানসিক-বৃত্তি সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম জ্ঞান-সমুদ্র পরমাত্মার গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদার্থ নাই। নক্ষত্র তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না, বজ্র তাঁহার বলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্ম্মাতা; তাঁহার মন নাই, তিনি মনের স্রষ্টা। তাঁহার যশ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ও তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নাম মহৎ যশ।

১০৬

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এনমেবম্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অস্য ঈশ্বরস্য রূপং স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্বিশেষং সংদৃশে দর্শনবিষয়ে ন তিষ্ঠতি। ইন্দ্রিয়াগোচর-

রূপমেব ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চন কোঽপি এনং ঈশ্বরং, চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কোঽপি ন তৎ গ্রহীতুং শক্নুয়াৎ। হৃদা মনঃস্থয়া মননসঙ্কল্পৈ নিয়ন্ত্রেন ইতি মনীট্ তয়া মনীষা বুদ্ধ্যা বিকল্পবর্জ্জিতয়া মনসা মননরূপেণ সম্যক্ দর্শনেন অভিক্লৃপ্তঃ অভিসমর্থিতঃ অভিপ্রকাশিতঃ ঈশ্বরো ভবতি। যে এনং ব্রহ্ম এবং বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি ॥

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইঁহাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞাননেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্র হইয়া যুক্তিযোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সংশয় বর্জ্জিত করেন, তিনি সেই সুন্দর মঙ্গল-রূপকে প্রত্যক্ষবৎ সাক্ষাৎ দেখেন এবং সাক্ষাৎ দেখিয়া পরম বিমলানন্দে মগ্ন হয়েন। সেই মঙ্গল-মূর্ত্তি যাঁহার জ্ঞান নেত্রকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার আনন্দের আর শেষ হয় না।

১০৭

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যম্ন বিদ্যুঃ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

শ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং অপি যঃ ব্রহ্মাত্মা ন লভ্যঃ বহুভিঃ অনেকৈঃ, শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ অনেকে অন্যে যং ব্রহ্মাত্মানং ন বিদ্যুঃ ন বিদন্তি অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ অস্য বক্তা আশ্চর্য্যঃ অদ্ভুতবদনেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপি তস্য ব্রহ্মাত্মনঃ লব্ধা কুশলঃ নিপুণ এব ভবতি। তস্য নিপুণঃ জ্ঞাতা আশ্চর্য্যঃ কশ্চিদেব ভবতি কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সংশিক্ষিতঃ সন্॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ, ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ।

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্টবুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি

সুন্দর রূপে মার্জ্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্ত পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতি মধ্যে অতি অল্প; সদ্বুদ্ধিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ চিত্ত পরমাত্ম-জ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্ল্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্ল্লভ, অতএব পরমাত্মজ্ঞান সাতিশয় যত্নসাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহার সমাধি সাধনেও সমর্থ হওয়া যায় না।

১০৮

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।

পরাচঃ বহির্গতানেব কামান্ বিষয়ান্ অনুযন্তি অনুগচ্ছন্তি বালাঃ অল্পপ্রজ্ঞাঃ তে তেন কারণেন মৃত্যোঃ

বিততস্য বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপিনঃ পাশং পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং যন্তি গচ্ছন্তি। অথ এবং অতঃ তস্মাৎ ধীরাঃ বিবেকিনঃ অমৃতত্বং ধ্রুবং বিদিত্বা অধ্রুবেষু অনিত্যেষু সর্ব্বপদার্থেষু ইহ সংসারে ন প্রার্থয়ন্তে কিঞ্চিদপি॥

অল্প বুদ্ধি লোক সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, এই হেতু ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জগৎ সংসার, কারণ ইহার কোন বস্তুই স্থায়ী নহে, সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর; সকল বস্তুই এক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি তদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল সংসারের বিষয় কামনায় মুগ্ধ হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার করে, সে মৃত্যু পাশে বদ্ধ হয়, সে ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ দুঃখে আবদ্ধ হয় এবং পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে স্থিতি করে। কিন্তু যে ধীর ব্যক্তি অপরিবর্ত্তনশীল পরব্রহ্মের অমৃত স্বরূপ জানিয়া ও তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তির নিরুপম সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিয়া তাঁহাকেই সম্যক্‌রূপে লাভ করিবার নিমিত্তে সতৃষ্ণ থাকেন

এবং তাঁহারই অভিপ্রায় অনুযায়ী সংসারের উন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে আপনাকে নিযুক্ত করেন, তিনিই সাধু, তিনিই ধন্য, তিনিই আপনাকে তাঁহার সহিত সহবাস জনিত নিত্য সুখের উপযুক্ত করেন। তিনি এই অনিত্য সংসারের মধ্যে কোন বিষয়ের প্রার্থনা করেন না। তিনি স্বার্থানুরোধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই জগৎ-কর্ত্তার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন।

১০৭

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

যেন অহং ন অমৃতা স্যাং কিং অহং তেন কুর্য্যাং। অসতঃ অসৎকর্ম্মণঃ মা মাং সৎকর্ম্মণি গময়। তমসঃ অজ্ঞানাৎ মা মাং জ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং গময়। মৃত্যোঃ

মাং অমৃতং গময়। হে আবিঃ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম ত্বং মে মদর্থং আবীঃ এধি আবীর্ভব অজ্ঞানাবরণাপনয়েন প্রকাশিতো ভব হে রুদ্র পরমেশ্বর যৎ তে তব দক্ষিণং মুখং উৎসাহকরং আহ্লাদকরং তেন অশনাপিপাসাশোকমোহাদিভ্যো মাং পাহি রক্ষ নিত্যং সর্ব্বদা।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ স্বরূপে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও, রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশ, আমোদ প্রমোদ, সমুদায়ই অস্থায়ী, ইহারা স্থায়ী হইলেও ঈশ্বর পদার্থকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমত উপযুক্ত কর। অধর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রদান কর এবং মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া স্বপ্রকাশ অমৃতস্বরূপ যে তুমি

তোমাতে [illegible] যাত্রা [illegible], পরমানন্দে।
আমার নিকট [illegible] থাকে, যে
[illegible] এখন তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি,
[illegible] অবতার হইবে, তুমি
[illegible] প্রতিপালক রূপে [illegible]
এবং আরামের স্থল।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

১১০

সত্যমেব জয়তে নানৃতং। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং।

সত্যং এব জয়তে জয়তি ন অনৃতং। সত্যেন অনৃতত্যাগেন মৃষাবচনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ তপসা মনস-একাগ্রতয়া হি এষঃ আত্মা ব্রহ্মাত্মা, সম্যক্ জ্ঞানেন যথাভূতব্রহ্মদর্শনেন। যেন সত্যেন তপসা জ্ঞানেন আক্রমন্তি আক্রমন্তে ঋষয়ঃ দর্শনবন্তঃ হি আপ্তকামাঃ বিগততৃষ্ণাঃ যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম॥

• সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষি সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম আশ্রয় স্বরূপ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সত্যনিরূপণার্থে আমাদিগকে

বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই বুদ্ধি যত মার্জ্জিত করিতে পারিব, সত্যনিরূপণে ততই সমর্থ হইব। সত্যনিরূপণের আর অন্য পথ নাই। যাহা প্রকৃত পদার্থ তাহাই সত্য, সুতরাং তাহাই স্থায়ী। সেই পদার্থ আমাদিগের বুদ্ধির গোচর হউক বা না হউক, তাহা কদাপি বাস্তবিক অসত্য হইতে পারে না। অনেক সত্য বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশ হইলেই সে সকলের প্রকাশ হয়। অতএব সত্যই স্থায়ী এবং পরিণামে সত্যই জয়যুক্ত হয়। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতাদ্বারা, সম্যক্‌জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ঋষিরা সেই মঙ্গলস্বরূপকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-নেত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারাই সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

১১১

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যা-

ভাস্বরোহমূর্ত্তঃ পূর্ণো বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অনাদ্যন্তো নিরাকাঙ্ক্ষী স্রষ্টা পাপাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ ক্ষীণদোষঃ।

ভাস্বরঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ অমূর্ত্তঃ মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ সঃ বাহ্যাভ্যন্তরঃ বহিরন্তশ্চ ইতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ অজঃ ন জায়তে জন্মরহিত আদ্যন্তরহিতঃ অনাদ্যন্তঃ অসৌ অজন্মা অনাদিনিধনঃ স্রষ্টা পাপাৎ বিনির্ম্মুক্তঃ ক্ষীণদোষঃ সর্ব্বদোষরহিতঃ জগতাং স্রষ্টা ক্ষীণদোষঃ সর্ব্বপাপরহিতঃ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ স্বরূপ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্মরহিত, তাঁহার আদিও নাই এবং অন্তও নাই; সর্ব্বশক্তিমান নিষ্পাপ জ্ঞানী সকল ইহাকে সৃষ্টি করেন।

তিনি প্রকাশবান, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন, এই অপরিসীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মহিমা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি পূর্ণ স্বরূপ, সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্ম রহিত, তিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর স্বভাব: তিনি মনুষ্যাদির ন্যায়

প্রাণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না, তিনি প্রাণের প্রাণ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-সাক্ষী। তাঁহার পরমাদ্ভুত জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের ন্যায় মনোবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন হয় না। মন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ক্ষুদ্র পদার্থ বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকি-বার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা পাপ কর্ম্ম করিতে বিরত থাকিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই এই প্রকাশবান্ নিরবয়ব পূর্ণ স্বরূপকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অপার আনন্দ ও অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

১১২

যোদেবানামধিপোযস্মিন্ লোকাঅধিশ্রিতাঃ। যঈশেস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ। সবাএষমহানজআত্মা।

যঃ পরমেশ্বরঃ দেবানাং অধিপঃ স্বামী যস্মিন্ পরমেশ্বরে সর্ব্বকারণে লোকাঃ অধিশ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ। যঃ পরমেশ্বরঃ অস্য দ্বিপদঃ মনুষ্যস্য চতুষ্পদঃ গবাদেঃ ঈশঃ ঈষ্টে সবৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা ব্রহ্মাত্মা॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি যাঁহাতে লোক

সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্মরহিত মহান আত্মা।

তিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি লোকান্তর নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার বিধানানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলেই চির কাল প্রতিপালিত হইতেছে, তিনি এই জন্ম রহিত মহানাত্মা।

১১৩

অদৃষ্টো দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহ-মতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা।

অদৃষ্টঃ ন দৃষ্টঃ চক্ষুর্গোচরত্বমনাপন্নঃ কস্যচিৎ স্বয়ন্তু দ্রষ্টা তথা অশ্রুতঃ শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ স্বয়ন্তু শ্রোতা তথা অমতঃ মননবিষয়মনাপন্নঃ স্বয়ন্তু মন্তা যতঃ সোহদৃষ্টোহশ্রুতোহমতোহতএব অবিজ্ঞাতঃ স্বয়ন্তু বিজ্ঞাতা।।

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু

তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

পূর্ণ-স্বরূপ অশরীরী পরমেশ্বরের চক্ষু কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু আমরা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি তাহাও তিনি জানেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে জগতের আদ্যন্ত সমুদায় বস্তু সর্ব্বক্ষণ একেবারে অবলোকন করিতেছেন, তিনি সকলকেই জানেন, কিন্তু কেহ তাঁহার স্বরূপ অবগত নহে।

১১৪

সএষনেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।

সএষঃ আত্মা ব্রহ্মাত্মা যদ্‌যৎ ইন্দ্রিয়মনোগোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টং বস্তু তত্তৎ ন ব্রহ্মেতি ন ইতি ন ইতি যদা ব্রহ্মণঃ স্বরূপমেব নির্দ্দিদিক্ষিতং ভবতি নিরস্তসর্ব্ববিশেষং তদা নেতি নেতীতি প্রতিষেধদ্বারমুক্তে ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দ্দেষ্টুং অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে করণাবিষয়ত্বাৎ॥

ইহা নহে, ইহা নহে এই প্রকার সেই এই

পরমাত্মার নির্দ্দেশ: তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সৃষ্টি স্থিতি উন্নতির কারণ যে পরমেশ্বর তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু, এই মাত্র তাঁহার নির্দ্দেশ। যাহা কিছু চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় তাহা তিনি নহেন, মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারা যায় তাহা তিনি নহেন, তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য। তিনি অতি নিগূঢ় তত্ত্ব।

১১৫

সএষসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ।

সঃ এষঃ ব্রহ্মাত্মা সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ সর্ব্বং ইদং জগৎ যৎ ইদং কিঞ্চ অনবশিষ্টং প্রশাস্তি নিয়ময়তি॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদয়েরই শাসন করেন।

বীর্য্যবান্ সূর্য্য অবধি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত, ভয়ঙ্কর বজ্র অবধি এক অতি মনো-

দ্বর কুসুম পর্য্যন্ত, অসীম সাগর অবধি এক-বিন্দু শিশির কণা পর্য্যন্ত সকলই বিশ্ব নির্ম্মাতার শাসনে রহিয়াছে, তাঁহার শাসন কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

১১৬

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি প-
ঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।

ঋতং সত্যং অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পাতৃসম্বন্ধেন পিবন্তাবিত্যুচ্যতে সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ লোকে শরীরে গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে প্রকৃষ্টস্থানে। তৌ চ ছায়াতপৌ ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন ব্রহ্মবিদঃ বদন্তি কথয়ন্তি ন কেবলং ব্রহ্মবিদএব বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ঃ গৃহস্থাঃ যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ত্রিকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈস্তে।

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন * প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন † স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, আর এক জন ¶ সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা।
† জীবাত্মা। ¶ পরমাত্মা।

সকল তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। ছায়া এবং আতপ যেরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন পদার্থ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেই রূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্ত্বার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে, অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এই রূপ বলিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

যঃ বৈ ভূমা মহৎ নিরতিশয়ং ব্রহ্ম তৎ সুখং ন অল্পে ব্রহ্মাতিরিক্তে কস্মিংশ্চিদপি বস্তুনি সুখং সম্পূর্ণং অস্তি ভূমা এব সুখং অতঃ ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥

যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই; মহান্ পদার্থই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্যের মন ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। যাঁহারা মহৎ মান, বিপুল যশ, মহদায়তন ভূমি ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্তে অতীব যত্নবান্, তাঁহারা অবগত নহেন যে যিনি প্রকৃত মহীয়ান্; যাঁহার তুলনায় অন্য সকল পদার্থই কনীয়ান্; যিনি পরাৎপর, একমাত্র, ধ্রুব, অনন্ত

পদার্থ ; সেই ভূমা পদার্থ প্রাপ্তি ব্যতীত তাঁহার সুখের ইচ্ছা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না ; অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। মনুষ্যের আত্মা অতি মহৎ, সে এই মর্ত্তালোকের অধম পদার্থে কদাপি তৃপ্ত হইতে পারে না। গগন বিহারী উৎক্রোশ পক্ষী, যে আকাশ মণ্ডলের মহোচ্চ প্রদেশে বিচরণ করে, সে কি পর্ব্বত গুহা মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া সুখী হইতে পারে? না গভীর সমুদ্র শায়ী অতি বৃহৎ তিমি মৎস্য মনুষ্য-খাত ক্ষুদ্র হ্রদে অবস্থিতি করিয়া সন্তোষামৃত লাভ করিতে পারে? যিনি অনন্ত সুখের আকর, তিনিই কেবল মনের অনন্ত সুখের স্পৃহাকে পরিপূর্ণ করিতে পারেন।

১১৮

সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি।

হে ভগবঃ ভগবন্ সঃ ভূমা ব্রহ্মাত্মা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি ইত্যুক্তবন্তং শিষ্যং প্রতি আহ আচার্য্যঃ স্বে মহিম্নি আত্মীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূমা।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আচার্য্য উত্তর দিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

পরমেশ্বর নিরবলম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্তস্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্বরূপ শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি একমাত্র শঙ্কু স্বরূপ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রাখে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন; আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই।

১১৯

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স-

উত্তরতঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স-এবাদ্য স উ শ্বঃ।

সএব ভূমা অধস্তাৎ বিদ্যতে তথা সঃ উপরিষ্টাৎ সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ। সভূমা ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য সঃ এব নিত্যঃ কূটস্থঃ ইদানীং বর্ত্তমানঃ সঃ শ্বঃ উ অপি বর্ত্তিষ্যতে।

তিনি অধস্তাতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্য আছেন, পরেও থাকিবেন।

কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে, কি দক্ষিণে, কি উত্তরে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; আমরা যদি গভীর সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি সপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার [illegible]। যেমন তিনি

সর্ব্বদেশ ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্বকাল বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা তেমনি পরকালেও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

১২০

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা অবর্ণঃ নির্বিশেষঃ বহুধা নানা শক্তিযোগাৎ নিহিতার্থঃ গৃহীতপ্রয়োজনঃ প্রজানাং বর্ণান্ প্রয়োজনপদার্থান্ অনেকান্ দধাতি বিদধাতি প্রজাভ্যঃ। আদৌ অন্তে চ মধ্যে চ বিশ্বং যস্মিন্ বি এতি ব্যাপ্নোতি সঃ দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ বিজ্ঞানৈকরসঃ পরমেশ্বরঃ। সঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু সংযোজয়তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

নানা বর্ণের স্বজন কর্ত্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও নিষ্পাপ জ্ঞানিদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই অনন্ত বিশ্বের তাবৎ ঘটনার নিয়ন্তা, সকল কাম্য বস্তুর প্রেরয়িতা, সমুদায় সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা।

১২১

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

সঃ পরমেশ্বরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ বৃক্ষাৎ সংসারাৎ কালাৎ আকৃতেশ্চ পরঃ অন্যঃ প্রপ-

কালসংসারাকৃতিভ্যঃ পরস্মাৎ ঈশ্বরাৎ অয়ং প্রপঞ্চঃ সংসারঃ পরিবর্ত্ততে। জ্ঞাত্বা তং ধর্ম্মাবহং ধর্ম্মস্যাকরভূতং পাপনুদং পাপস্য অপনেতারং ভগেশং ভগস্য ঐশ্বর্য্যস্য ঈশং স্বামিনং আত্মস্থং সর্ব্বেষামাত্মনি স্থিতং অমৃতং অমরণধর্ম্মাণং বিশ্বধাম বিশ্বস্যাধারভূতং। জ্ঞাত্বা চ বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং শিবং এতি প্রাপ্নোতি শান্তিমত্যন্তং।

তিনি সংসার, কাল এবং সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আকর, পাপের শাস্তা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে সেই মঙ্গল স্বরূপ এক মাত্র পরিবেষ্টাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টি কর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনিই মনুষ্যের মনে ধর্ম্মশাসন সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং যে মহাত্মা তাহা যত্ন পূর্ব্বক

পালন করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করেন এবং তাঁহার সেই পবিত্র মন পবিত্র স্বরূপের প্রিয় আবাস স্থল হয়। যদিও কদাচিৎ মোহান্ধ প্রযুক্ত তাঁহার পদ ধর্ম্মভূমি হইতে স্খলিত হয় এবং তিনি পাপ পঙ্কে পতিত হয়েন, তথাপি অনুতাপিত চিত্তে সেই পরম মঙ্গলালয়ের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন এবং তাঁহার মনে প্রার্থনীয় স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রদান করেন।

১২

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।

সঃ পরমেশ্বরঃ বিশ্বকৃৎ বিশ্বস্য কর্ত্তা বিশ্বং বেত্তীতি বিশ্ববিৎ আত্মনাং যোনিরিতি আত্মযোনিঃ জানাতীতি জ্ঞঃ কালকালঃ কালস্য কর্ত্তা গুণী বিচিত্রশক্তিমান্ সর্ব্ববিৎ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ প্রধানং প্রপঞ্চঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা তয়োশ্চ পালয়িতা। গুণেশঃ গুণানামীশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধানাং হেতুঃ কারণং ॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার কারণ এবং প্রজ্ঞাবান্ কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

তিনি সকলের কারণ, সকলের পালক, সকলের প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহার শাসনে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ আছে এবং সংসারে বিচরণ করিতেছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া নিত্য সুখে সুখী হইবে।

১২৩

স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা। য ঈশেহস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

সঃ পরমেশ্বরঃ তন্ময়ঃ চৈতন্যজ্যোতির্ম্ময়ঃ হি অমৃত অমরণধর্ম্মা ঈশশ্চাসৌ সংস্থশ্চেতি ঈশসংস্থঃ ঈশঃ স্বামী

[illegible] ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, [illegible] অতীত [illegible] [illegible] অসংখ্য ভুবন [illegible] [illegible] দিতে [illegible] এবং [illegible] [illegible] নিয়মে [illegible] [illegible] পরমেশ্বরের আজ্ঞা [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible]

তিনি চৈতন্যময়, মঙ্গলময় [illegible] এবং ন্যায়-পরায়ণের [illegible] করিতেছেন, তিনি সকল-দান কর্ত্তা [illegible] এবং এই জগতের পালনকর্ত্তা। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন [illegible] আমাদের [illegible], হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই [illegible] প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

আমারদিগের আত্মাতে যে বুদ্ধি ও [illegible] পাইতেছে সে তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনিই আমারদিগের আত্মাতে বুদ্ধি বৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই আচার্য্য স্বরূপ হইয়া অহরহ আমারদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পরম কল্যাণ পথ প্রদর্শক হইয়া অল্পে অল্পে আপনার নিকটবর্ত্তী করিতেছেন। সেই পরম প্রেমাস্পদের সহিত নিত্য সহবাস জনিত অনির্ব্বচনীয়

সুখে আকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি আমারদিগের মঙ্গলময় পরম পিতা, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমারদিগকে এই সংসারের শোক তাপ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার সঙ্গী করিয়া লইবেন।

১২৪

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ নাম অভিধানং সত্যং। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং দর্শয়তি। কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিষ্কলং নিরবয়বং। নিষ্ক্রিয়ং অপি স্বয়ং নিয়মেন সর্ব্বং জগৎ প্রশাস্তি শান্তং উপসংহৃতসর্ব্ববিকারং নিরবদ্যং অগর্হণীয়ং নিরঞ্জনং নির্লেপং। অমৃতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে পরং সেতুং সংসারমহোদধেরুত্তরণোপায়ত্বাৎ। দগ্ধেন্ধনং অনলং ইব দেদীপ্যমানং॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান

সেই এই অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যে হেতু তিনি সত্য স্বরূপ। তিনি এতদ্রূপ সত্য, যে সেই সত্যকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে; তিনি সত্যের সত্য। এই সমুদায় জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল রহিয়াছে, তিনি কেমন সারবান্ বস্তু! ফেন ও বুদ্বুদ্ অপেক্ষা সমুদ্র অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু সমুদ্রকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ! তৃণ, লতা, বৃক্ষ অপেক্ষা পৃথিবী অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু এই পৃথিবী যাঁহা হইতে হইয়াছে, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ! হা! আমরা কি মূঢ়! যিনি সকলের সার, নিত্য, সত্য পদার্থ, তাঁহাকে আমরা ছায়া তুল্য জ্ঞান করিতেছি। যিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, সত্যের সত্য, তাঁহাকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। এই অকিঞ্চন তুচ্ছ [illegible]

তাঁহার দ্বারা সম্যক রূপে ইহা পূর্ণ রহিয়াছে।

তিনি এক মাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলময় নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণপণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃ রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার শাসনে সূর্য্য উদয় হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, বৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে, মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা অথচ সংসার হইতে

অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে কোন দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে মৃত্যু ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখেন, তাঁহার ন্যায় প্রকাশবান্ বস্তু আর দ্বিতীয় দেখেন না।

১২৫

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ।

সঃ ব্রহ্মাত্মা সেতুরিব সেতুঃ বিধৃতিঃ বিধরণঃ অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বিধৃতং। অথ যমাণং ঈশ্বরেণেদং বিশ্বং নিনশ্যেত যতস্তস্মাৎ সঃ সেতুর্বিধৃতিঃ। এষাং ভূরাদীনাং লোকানাং অসম্ভেদায় অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। ন এনং সেতুং ব্রহ্মাত্মানং অহোরাত্রে সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে তরতঃ। যথা অন্যে সংসারিণঃ কালেন অহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ ন তথা অয়ং

কালপরিচ্ছেদ্যঃ। ন এনং জরা তরতি প্রাপ্নোতি তং ন মৃত্যুঃ ন তু শোকঃ॥

তিনি এই লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা শোক-ও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের সৃষ্টিকর্ত্তা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতি-ক্রম করিবেক? যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক?।

১২৬

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বি-
জরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎ-

সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সসর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।

যঃ আত্মা ব্রহ্মাত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ জিঘৎসা অত্তুমিচ্ছা তদ্রহিতঃ অপিপাসঃ পিপাসাবর্জ্জিতঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। কিং তস্যান্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে সঃ সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বান্ চ কামান্ যঃ তং আত্মানং ব্রহ্মাত্মানং অনুবিদ্য অন্বেষ্য বিজানাতি।

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প; তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ স্বরূপকে জানিতে পারি, ইহা আমারদিগের সামান্য সৌভাগ্য নহে; কিন্তু তাঁহাকে

জানিতে হইলে আমারদিগের মনের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং করস্থিত ন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয় রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক। বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্ম্মল ও পবিত্র মনের অভ্যন্তরে সকলের কারণ ও আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও তাঁহার ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সকল আনন্দ লাভ করেন।

১২৭

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং।

[illegible]

রূপয়োঃ নির্বহিতা নির্বোঢা তে নামরূপে যদন্তরা যস্য অন্তরা বিলক্ষণং তৎ ব্রহ্ম। যদি তদব্রহ্ম নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণং অস্পৃষ্টং তথাপি এবোর্নির্বোঢা। তৎ অমৃতং॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম রূপের নির্ব্বাহ কর্ত্তা, এবং সেই নামরূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত।

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই এবং রূপও নাই; নামরূপ বিশিষ্ট যাবত্তীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইতেছে।

১২৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

ন এব বাচা ন মনসা ন চক্ষুষা নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ শক্যতে কেনচিৎ। তথাপি অস্তি ইতি ব্রুবতঃ অস্তিবাদিনঃ আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাৎ [illegible] নাস্তিকবাদিনি নাস্তি [illegible] ব্রহ্ম [illegible] কার্য্যমিতি [illegible] বিপরীতদর্শিনি [illegible] তৎ [illegible] কথং [illegible] উপলভ্যতে।

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাঁহাকে কেবল এক আত্মপ্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপনারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাহার অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; যে হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ নহে। সকলের মনে এই স্বাভাবিক আ-স্বভাব আছে যে পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ বিষয়ে সংশয়

হয়,তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু এবিশ্বাস আত্ম প্রত্যয়সিদ্ধ। এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল চ্ছেদ করা হয় এবং মহা ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্য কারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখন নিত্য সত্য মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না। যুক্তি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত নির্ম্মল শান্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আত্ম প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলেন যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ হয়েন না।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চো-

বমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যদা যস্মিন্ কালে এতং আত্মানং ব্রহ্মাত্মানং দেবং দ্যোতনবন্তং ঈশানং ঈশিতারং ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য অঞ্জসা সাক্ষাৎ অনুপশ্যতি তদা ততঃ তস্মাদীশানাৎ দেবাৎ স্বকীয়াত্মানং ন বিজুগুপ্সতে, বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপায়িতুমিচ্ছতি।

যিনি যখন প্রকাশবান্ ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদিও আপনাকে অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন করা যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বদৃক্ পুরুষের নিকটে কখনই গোপন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান্ ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না এবং সুতরাং আপনাকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ বশতঃ যদি তিনি কখন কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে

তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সেই দোষ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্য আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং তাঁহার সংসর্গের উপযুক্ত করিবেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

১৩০

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

ন দুশ্চরিতাৎ পাপকর্ম্মণঃ অবিরতঃ অনুপরতঃ ন অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ ন অপি অসমাহিতঃ অনেকাগ্রমনাঃ বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। ন বা অপি অশান্তমানসঃ কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ কেবলং প্রজ্ঞানেন এনং ব্রহ্মাত্মানং আপ্নুয়াৎ। যস্তু দুশ্চরিতাৎ বিরতঃ ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান সঃ প্রজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাঁহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান, দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃসমাধানের অনুরাগ [illegible]

ধান আস্বাদন করিলাম না ; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না, তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে কখন বিচরণ করিলাম না ; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্মকাল নিযুক্ত রহিলাম ; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল।

১৩।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভ-
বতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃ-
ণীতে।

শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সং চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরং চ মনুষ্যং এতঃ প্রাপ্নুতঃ। তৌ শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ সংপরীত্য সম্যক্ পরিগম্য বুদ্ধ্যা আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি পৃথক্ করোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য উপাদানং কুর্ব্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি। যঃ [illegible] উপাদত্তে সোঽদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ

হীয়তে বিযুজ্যতে অর্থাৎ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ নিত্যাৎ।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্যক্‌ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্‌ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখন ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখন সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারেন না:

ন না যে " হে পরমাত্মন্, তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই ; " যখন উৎসাহ পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

১৩২

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

যথা ... যথাচিকীর্ষুং ... মনুষ্যঃ যথাকারী যথাচারী সঃ তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুঃ ভবতি পাপকারী পাপঃ ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেইরূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপী হয়েন; পুণ্য কর্ম্ম করে

আত্মা পবিত্র হয় আর পাপ কর্ম্ম করে আত্মা পাপলিপ্ত হয়।

আত্মাকে পবিত্র না করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা যায় না এবং তাঁহার সহিত সহবাস জনিত ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয় না অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবেক।

১৩৩

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।

যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ অবিবেকী ভবতি অযুক্তেন অপ্রগৃহীতেন মনসা সদা যুক্তো ভবতি। তস্য অকুশলস্য ইন্দ্রিয়াণি অবশ্যানি অশক্যনিবারণানি দুষ্টাশ্বাঃ অদান্তাশ্বাঃ ইব সারথেঃ ভবন্তি।

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

মনের কামনা সকল বুদ্ধির অবশীভূত হইলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে

পথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে পাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা-গ্রস্ত করে। অতএব সাবধান, মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধি বৃত্তির অবশীভূত না হয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।

যস্তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ তথাচ বিজ্ঞানবান্ ভবেৎ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সদা। তস্য ইন্দ্রিয়াণি বশ্যানি প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।

যিনি জ্ঞানবান্ এবং সমাহিতচিত্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

যাঁহার কামনা ও ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধি বৃত্তির আজ্ঞাবহ দাস স্বরূপ, তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম পথে লইয়া যায় এবং তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণ সাধন করে।

১৩৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ

সদাশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নো-
তি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।

যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ সতত এব সদা অশুচিঃ ন সঃ তৎ ব্রহ্ম পদং আপ্নোতি সংসারং চ অধিগচ্ছতি।

যিনি অজ্ঞ ও অসংযতচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হন।

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন; তিনি সংসারের কুটিল পথেতেই পরিভ্রমণ করেন, সংসারের পারে যে অভয় ব্রহ্মপদ তাহা প্রাপ্ত হন না।

১৩৬

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎপদমা-
প্নোতি যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে।

যঃ তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ যুক্তমনাঃ সদা শুচিঃ সঃ তু তৎপদং আপ্নোতি যস্মাৎ আপ্তাৎ পদাৎ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসারে।

যিনি জ্ঞানবান্, সমনা ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না।

যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মরূপ নিকেতনে লইয়া যান, যেখানে থাকিয়া তিনি নিত্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

১৩৭

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

যঃ তু বিজ্ঞানসারথিঃ বিজ্ঞানং সারথির্যস্যেতি মনঃপ্রগ্রহবান্ প্রগৃহীতমনাঃ নরঃ বিদ্বান্। সঃ অধ্বনঃ সংসারগতেঃ পারং পরমেবাধিগন্তব্যং আপ্নোতি তৎ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং।।

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসারের পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয়

মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

১৩৮

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ।

অনন্দাঃ অনানন্দাঃ অসুখাঃ নাম তে লোকাঃ অন্ধেন অদর্শনলক্ষণেন তমসা আবৃতাঃ তমসা অজ্ঞানেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ। তান্ লোকান্ তে প্রেত্য মৃত্বা অভিগচ্ছন্তি অভিযান্তি। কে যে অবিদ্বাংসঃ ব্রহ্মাবগমবর্জিতাঃ অবুধঃ অবুধাঃ দুর্ব্বুদ্ধয়োঽবুদ্ধিমন্তঃ জনাঃ।

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিলেক, তাহারা মৃত্যুর পরে তাহা লাভ করিবার অধিকারী হইবে না। যে অনুসারে এখানে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে তাহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে

থাকিয়াই পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবেক; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

১৩৭

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।

শান্তঃ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যাৎ উপশান্তঃ দান্তঃ সংযমনাঃ উপরতঃ পাপকর্ম্মেভ্যোবিনির্ম্মুক্তঃ তিতিক্ষুঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ একাগ্রমনসা সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি জীবাত্মনি এব আত্মানং পরমাত্মানং স্বয়মেব পশ্যতি ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, নিষ্পাপ, সহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন।

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা, আর দিকে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা খর্ব্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে মুমুক্ষুজন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং

অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপকে আপনার অন্তরেই দৃষ্টি করেন এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। তিনি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা সেই খানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল ভূত, সকল লোক, সকল জীব তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতিদূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আপনাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান।

১৪০।

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা

তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।

ন এনং সাধুকং পাপ্মা পাপঃ তরতি প্রাপ্নোতি, অয়ন্তু সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি অতিক্রামতি ন চ এনং পাপ্মা তপতি তাপয়তি অয়ং সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি তাপয়তি। সঃ বিপাপঃ বিগতপাপঃ বিরজঃ বিগতচিত্তমলঃ অবিচিকিৎসঃ করতলন্যস্তামলকবৎ অহং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতমতিঃ ব্রাহ্মণঃ ভবতি।

পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

পাপারণ্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন না করিলে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই লক্ষ্য স্থানের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম্ম পথে পদচারণা করিতেছেন, তাঁহাকে পাপ আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

১৪১।

সম্মোহয়তে মোহনীয়ং ন কিঞ্চন।।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

সঃ বিদ্বান্ মোদতে মোদনীয়ং হর্ষণীয়ং ব্রহ্ম হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং মানসং সন্তাপং অতিক্রান্তো ভবতি তরতি পাপ্মানং। গুহাগ্রন্থিভ্যঃ হৃদয়াজ্ঞানমোহগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতঃ ভবতি।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন; তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

ধনার্থী তাহার চির প্রার্থিত ধন প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সুনির্ম্মল শীতল জল প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আহ্লাদিত হয়, সেই রূপ সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদার্থ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, ফল কামনা শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁ-

হার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উ-ত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন।

১৪২

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিত-ব্যং।

সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং বিস্মৃত্যাপ্রমাদঃ ন কর্ত্তব্যঃ ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ মঙ্গল যুক্তাৎ কর্ম্মণঃ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লা-ভের নিমিত্তে যত্ন করিবেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানেতেও তৎপর থাকি-বেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় না। পুণ্য জ্যোতিতে মন পবিত্র না হইলে তাহা কদাপি পবিত্র স্বরূপের প্রিয়

প্রয়োগ স্থল হয় না। অতএব সত্য হইতে ধর্ম্ম হইতে ও শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

১৪৩

সত্যং বদ। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।

সত্যং সত্যবচনং বদ। সমূলঃ সহ মূলেন বৈ এষঃ পরিশুষ্যতি শোষমুপৈতি যঃ অনৃতং অযথাভূতার্থং অভিবদতি।

সত্য কথা কহ — যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের মূল; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি সত্যব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবে এবং সত্য ব্যবহার করিবে।

১৪৪

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।

ধর্ম্মং চর আচর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি ধর্ম্মেণ হি সর্ব্বং নিয়ম্যতে। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং [illegible] সর্ব্বেষাং ভূতানাং উপকারকত্বেন মধু।

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করেন। আত্মা প্রসন্ন হইলে সকল দুঃখের হানি হয় এবং ঈশ্বরেতে প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবার যোগ্যতা হয়।

১৪৫

শ্রদ্ধয়া দেয়ং। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং।

যৎ কিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ শ্রদ্ধয়া এব দেয়ং ঋশ্রদ্ধয়া অদেয়ং।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

লোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক।

১৩৬

মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো-ভব আচার্য্যদেবো ভব।

মাতা দেবো যস্য সঃ মাতৃদেবঃ ত্বং মাতৃদেবঃ ভব ত্বং এবং পিতৃদেবঃ ভব আচার্য্যদেবঃ ভব।

মাতাকে দেবতুল্য পিতাকে দেবতুল্য, আ-

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে সদ্গুরুর উপদেশে আমরা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নির-তিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক।

১৩৭

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি ত্বয়া। নো ইতরাণি নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি।

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

১৪৮

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

যানি অস্মাকং আচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনানি আচরিতানি তানি এব ত্বয়া উপাস্যানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানি নো ইতরাণি বিপরীতানি।

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান কর, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা গ্রহণ কর এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার অনুবর্ত্তী হও। অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।

১৪৯

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

এতৈঃ উপায়ৈঃ পূর্ব্বোক্তৈর্যোপাদেয়ৈঃ যততে প্রাপ্তুং করোতি মুমুক্ষুঃ সম্যক্ স তু বিদ্বান্ ব্রহ্মবিৎ। তস্য বিদুষঃ এষঃ আত্মা বিশতে সংপ্রবিশতি ব্রহ্মধাম আশ্রয়ং।

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নি-কেতনে প্রবিষ্ট হয়।

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন।

১৫০

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে সর্ব্বে অমৃতস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ যে ধামানি দিব্যানি রমণীয়ানি আতস্থুঃ অধিতিষ্ঠন্তি।

হে দিব্য-ধাম-বাসি অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর।

কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় জীব দিগের সমক্ষে নবোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিতেছেন যে হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা আমি আমারদিগের পরম পিতাকে জানিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর।

১৩২

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

বেদ জানে অহং এতং পুরুষং পূর্ণং মহান্তং আদিত্যবর্ণং প্রকাশরূপং তমসঃ অজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অতি এতি অত্যেতি অতিক্রামতি যস্মাৎ ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই

যিনি কেবল জ্ঞানময়, যেখানে অন্ধকারের লেশ নাই এবং যাঁহাকে দেশ ও কাল পরিচ্ছেদ করিতে পারে না, সেই মহান্ জ-

রামৃত্যু বিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে যিনি স্বীয় অন্তরে নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন পাইয়া বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রীতি করিয়াছেন, তাঁহার সেই সনাতন প্রিয় বস্তুর সহিত কদাপি বিচ্ছেদ হয় না। তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চির কাল সেই প্রেমময় পরব্রহ্মের সহিত বাস করেন এবং পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। পাপ তাপ জরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মধামে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞান ও প্রেম ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

১৫২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

ব্রহ্মজ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নিত্যং এব জ্ঞেয়ং আত্মনি সংতিষ্ঠতীতি আত্মসংস্থং ন অতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ অস্তি।

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য, তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

সমুদায় ভুক্ত বস্তু পরাৎপর পরমাত্মা

কেই আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে, তিনি কাহাকেও আশ্রয় করিয়া নাই, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিবে এবং তাঁহাকেই জানিবে; তাঁহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই।

১৫৩

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাযুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

সংপ্রাপ্য সম্যগ্গম্য এনং পরমেশ্বরং ঋষয়ঃ দর্শনবন্তঃ জ্ঞানতৃপ্তাঃ জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ কৃতাত্মানঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ বীতরাগাঃ বিগতরাগাদিদোষাঃ প্রশান্তাঃ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতাঃ তে এবং সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য ধীরাঃ বিবেকিনঃ যুক্তাত্মানঃ সমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বং এব আবিশন্তি প্রবিশন্তি জানেন।

কৃতবুদ্ধি, আসক্তিহীন, প্রশান্তচিত্ত ঋষি সকল ইঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন; সেই সকল সমাহিতচিত্ত ধীর ব্যক্তি সর্ব্ব-

ব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

যিনি সকলের আদি কারণ অনাদি পুরুষকে বুঝিয়াছেন, তিনি বুদ্ধি দ্বারা যাহা বুঝা যায় তাহা বুঝিয়াছেন; তিনি কৃত বুদ্ধি আসক্তিহীন প্রশান্তচিত্ত হইয়া পরম প্রিয় বস্তুকে লাভ করিয়া জ্ঞান তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হয়েন এবং সেই সর্ব্বগত সকল মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন অর্থাৎ তিনি তাঁহার ন্যায় সমদর্শী হইয়া সকলকেই প্রীতি করেন। তখন তিনি স্বার্থপরতা হইতে বিমুক্ত হইয়া মঙ্গল মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সকল মঙ্গলালয়ের মঙ্গলাভিপ্রায় তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হয় এবং তিনি উৎসাহ পূর্ব্বক সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে থাকেন। যদিও তাঁহার পরিশ্রম মত ফল উৎপন্ন না হয় তথাপি তিনি তজ্জন্য শোকাকুল হয়েন না; কারণ তাঁহার কর্ম্ম জনিত ফলের প্রতি লক্ষ্য নাই, কেবল সেই মঙ্গ-

লালসের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম করাই তাঁহার লক্ষ্য, তাহাই তাঁহার আনন্দ।

১২৫

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র। তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ ইন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণাঃ ভূতানি পৃথিব্যাদীনি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র যস্মিন্ অক্ষরে ব্রহ্মণি। তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম বেদয়তে [illegible] যঃ তু হে সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বং এব [illegible] আবিবেশ প্রবিশতি।

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত সকল যাঁহাতে স্থিতি করে, সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে, যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, সমুদয় বস্তু যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশি পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহার সকল সংশয়চ্ছেদ হয় এবং তিনি সকলকেই আত্মতুল্য দেখেন। তিনি ইহা নিঃসংশয় রূপে জানেন যে মঙ্গলালয়ের শরণাপন্ন হইলে মঙ্গ-

লাভ হয়, সেই প্রেমময়ের সহিত প্রীতি করিলে তাঁহা হইতে অনন্ত কালেও বিচ্ছেদ হয় না।

১৫৫

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

যঃ চ অয়ং অস্মিন্ আকাশে তেজোময়ঃ চিন্মাত্র-প্রকাশময়ঃ অমৃতময়ঃ অমরণধর্ম্মা পুরুষঃ সর্ব্বমনুভবতীতি সর্ব্বানুভূঃ। তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অতি এতি অত্যেতি অতিক্রামতি। ন অন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যে এই আকাশে জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদায় অনুভব করিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই আকাশ শূন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্র থাকিয়া সকল জানিতেছেন। সেই ভূমা অমৃতময় পুরুষকে জানিয়া তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়া যিনি নির্ভয়ে তাঁহার হস্তে আপনার প্রাণ সমর্পণ

করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন, অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেম ভিন্ন অমৃত পুরুষকে লাভ করিবার আর অন্য উপায় নাই।

১৫৬

এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনং এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং।

এষঃ আদেশঃ উপাসনাবিধিঃ এষঃ উপদেশঃ মনুষ্যোক্তাঃ এতৎ অনুশাসনং প্রমাণবচনং যথোক্তং সম্যক্ এবং যথোক্তং উপাসিতব্যং এবং উপাসিতব্যং, পুনর্ব্বচনং সমাপ্ত্যর্থং।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

তাবৎ উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, তাঁহাকে প্রীতি করিবেক এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক।

ইতিপ্রথমখণ্ডে ষোড়শোধ্যায়ঃ।

প্রথমখণ্ডং সমাপ্তং।